

বিজেপিতে যোগ দিলেন রাঘব চাড্ডা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিতে বড়সড় ধস। শুক্রবার রাজসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা, সন্দীপ পাঠক এবং অশোক মিল্ল আপ ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন ভারতীয় জনতা পার্টিতে। শুক্রবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে রাঘব চাড্ডা ঘোষণা করেন, রাজসভায় আপ-এর দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ সংবিধানের নিয়ম মেনে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এই ঘটনা কেজরিওয়ালের দলের কাছে এক চরম বিপর্যয় বলে মনে করা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে আবেগপ্রবণ চাড্ডা জানান, যে দলকে তিনি ১৫ বছর নিজের রক্ত-ধাম দিয়ে তৈরি করেছিলেন, সেই দল এখন আদর্শচ্যুত। তিনি বলেন, “আপ এখন দেশের স্বার্থ ভুলে গিয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করছে। গত কয়েক বছর ধরে আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করছিলাম যে আমি আসলে ভুল দলে থাকা সঠিক মানুষ। তাই আজ এই দল থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে জনগণের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।” রাঘবের



দাবি অনুযায়ী, রাজসভায় আপ-এর মোট ১০ জন সাংসদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই অর্থাৎ ৭ জন সাংসদ বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাল। এই তালিকায় রয়েছেন হরভজন সিং, স্বাতী মলিওয়াল, রাজদীপ গুপ্ত এবং বিক্রমজি সিং সাহনি। এই মর্মে স্বাক্ষরিত চিঠি ও নথিপত্র শুক্রবার সকালেই রাজসভার চেয়ারম্যানের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। গত ২ এপ্রিল রাজসভার উপ-নেতার পদ থেকে রাঘব চাড্ডাকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই আপ-এর সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়ছিল। দলের অভিযোগ ছিল, চাড্ডা নাকি সংসদে প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব না হয়ে স্রেফ নিজের জনসংযোগ বাড়াতে ব্যস্ত। পাণ্টা জবাবে চাড্ডা একে ‘মিথ্যা’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেসময়ই উঠেছিল বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গও। কিন্তু সে ব্যাপারে তিনি মুখ খোলেননি। যদিও সাম্প্রতিককালে সমাজধর্ম্মে তার কর্মকাণ্ডে এই দলবদলের ইঙ্গিত মিলেছিল। হরভজন সিং ও স্বাতী মলিওয়ালের মতো প্রথম সারির নেতাদের এই দলত্যাগ আপের ভিত যে নাড়িয়ে দিল, তা বলা বাহুল্য। বিজেপি শিবিরের দাবি, আপ-এর এই ভাঙন প্রমাণ করে যে কেজরিওয়ালের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দলের ভেতরেই বিরোধ শুরু হয়েছে। ২০২৬-এর নির্বাচনী লড়াইয়ের আগে এই মেগা দলদলল রাজনৈতিক সমীকরণ বা নবায়ন দখলের লড়াইয়ে কোনও প্রভাব ফেলে কিনা, এখন সেটাই দেখার। কারণ বঙ্গ মমতাকে সমর্থন করে প্রচারে আসছেন কেজরিওয়াল। ঘর ভাঙার পর তাঁর উপস্থিতি কতোটা সদর্থক ভূমিকা নেবে ভোটের আগে, সেদিয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

বিজেপি জিতলে বাংলা তৃণমূলের জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত হবে মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৪ এপ্রিলঃ বাংলায় পরিবর্তনের যে চোরাস্রোত এতদিন দেখা যাচ্ছিল, প্রথম দফার ভোটের পর তা এখন স্পষ্ট হয়েছে। বাংলায় যে বদল ঘটছে তাতে সিলমোহর পড়ে গেছে। উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে নির্বাচনী জনসভা থেকে এই ভাষাতেই তৃণমূল কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, গতকালের ভোটদানের হার প্রমাণ করে দিয়েছে যে বাংলায় বিজেপির ক্ষমতায় আসা এখন ধর্মের তৃণমূলের জমানায় রাজ্যে গণতন্ত্রের যে টুটি চিপে ধরা হয়েছিল, এবার সেই অন্ধকার অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে বলে তিনি দাবি করেন। এদিন পানিহাটির জনসভায় দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, “আপনারা আপনারাে মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাদের আশীর্বাদ করুন। আমি কথা দিচ্ছি, আমরা সবাই মিলে আপনারাের দীর্ঘদিনের কষ্ট দূর করব। তৃণমূলের গুত্তারাজ, সিডিক্টে সংস্কৃতি, সাধারণ মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া ভয়, নারীদের ওপর সীমাহীন অত্যাচার, আকাশছোঁয়া বেকারত্ব এবং অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে আমরা বাংলাকে মুক্তি দেব। হারানো সৌরভ ফিরে পাবে এই পৃণ্যভূমি।” এদিনের বক্তৃতায় মোদির গলায় শোনা যায় আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনার প্রসঙ্গ। ওই ঘটনার কথা উল্লেখ করে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সরাসরি শাসক দলকে কাঠগড়ায় তুলে বলেন, “একজন

মা অনেক স্বপ্ন নিয়ে নিজের মেয়েকে ডাক্তার বানিয়েছিলেন। কিন্তু তৃণমূলের জঙ্গলরাজ সেই মেয়েকে তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। আর কী দুর্ভাগ্যজনক বিষয় দেখুন, এখন বলা হচ্ছে মহিলারা সুরক্ষিত থাকতে

আগাগোড়া ‘নারীবিরোধী দল’ হিসেবে দেগে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “বাংলার নারীশক্তি আজ জেগে উঠেছে। তারা নতুন ইতিহাস লিখতে চলেছেন। মহিলাদের ওপর এই সরকার যে অবর্ণনীয় অত্যাচার

নেতার আগে যেমন দপ করে ঝলে ওঠে, তৃণমূলের অবস্থাও এখন ঠিক সেরকমই।” বক্তব্যের শেষে বাঙালির আবেগ ও দেশপ্রেমকে ছুঁতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অমর বাণী স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি



শুক্রবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই দ্বিতীয় দফার প্রচারের মাঝে শহরের নৌকাজম্মে বেরোলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সকালে হুগলি নদীর বুকে নৌকা চড়ার সময় ক্যামেরায় বন্দি করেন হাওড়া ব্রিজ ও বিদ্যাসাগর সেতুর মনোরম দৃশ্য। গঙ্গার সঙ্গে বাংলার আত্মিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, ‘গঙ্গার সঙ্গে বাংলার নাড়ির টান ও আত্মিক যোগ রয়েছে। এই সভতার ইতিহাস বহন করছে গঙ্গা। কলকাতায় এসে মা গঙ্গাকে শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি আনুত।’

চাইলে যেন সন্ধের পর বাইরে না বেরোন! এই কুৎসিত পরামর্শ আমি দিচ্ছি না, এটা তৃণমূলের নেতাদের বক্তব্য।” নির্বাহিতার মায়ের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মোদি জানান, সেই শোকাভুর মাকেই বিজেপি এবার সম্মানের সঙ্গে প্রার্থী করেছে, যাতে তিনি বিধানসভা দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের কঠম্বর হতে পারেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে

বলেন, “নেতাজি বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। আজ এই পানিহাটির মাটি থেকে আমি বলছি, আপনারা আমাদের ভোটরূপী আশীর্বাদ দিন, আমি আপনাদের এই তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ থেকে চিরতরে মুক্তি দেওয়ার কথা দিচ্ছি।” প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর সভাস্থলে উপস্থিত কর্মীদের মধ্যে

ব্যাপক উদ্দামনা লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, আরজি কর ইস্যুকে সামনে রেখে মোদি এদিন সরাসরি রাজ্যের নারী সমাজ ও মধ্যবিত্ত আবেগকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। পানিহাটির পর বারুইপুরের জনসভা থেকেও শুক্রবার চেনা মেজাজে ধরা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যাদবপুর, বারুইপুর এবং জয়নগরের প্রার্থীদের সমর্থনে আয়োজিত এই মেগা সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর নিশানায় উঠে এল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর করা মন্তব্য ঘিরেই এখন রাজ্য রাজনীতির পারদ চাতে শুরু করেছে। যার পাণ্টা দিনে দিনে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেননি তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। সব মিলিয়ে ভোটসূখী বাংলায় এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যাদবপুর। বারুইপুরের জনসভা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি সরাসরি অভিযোগের সূরে বলেন, “যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভিতরে এখন হুমকি দেওয়ার সংস্কৃতি চলছে। দেওয়াল জড়তে লেখা হচ্ছে দেশবিরোধী নানা স্লোগান। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে সাধারণ ছাত্রদের জোর করে মিছিলে হাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। সেখানে পঠনপাঠনের পরিবেশ নেই বললেই চলে। আমরা এই সৌরভময় বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে চাই। যে সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যের অন্যতম সেরা একটি শিক্ষাকেন্দ্র রক্ষা করতে পারে না, তারা গোটা রাজ্যকে কীভাবে রক্ষা করবে?”

হাইকোর্টের নির্দেশ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে জবাবদিহি করতে হবে তৃণমূলের কাছে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ পুলিশ পর্যবেক্ষক পি.এস পুরুষোত্তম দাসের অপসারণের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডায়মন্ড হারবার, ফলতা এবং মগরাহাট পূর্ব ও পশ্চিম কেন্দ্রের পুলিশ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তুলে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ারে এজলাসে মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে গত ২১ এপ্রিল কমিশনে জানিয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু তার জবাব না মেলায় হাইকোর্টে মামলা। এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দেন, তৃণমূলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জবাব লিখিত আকারে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে জানাতে হবে। সন্ধানিতে তৃণমূলের অন্যান্য নৈন্দর্শন খরচ মেটাতে হচ্ছে, যা ছোট বা মাঝারি বাসমালিকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট দেওয়া হয়েছে। তার আগে ২৬ এপ্রিল থেকেই সংশ্লিষ্ট বাসগুলিকে পুনরায় রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাসমালিকদের স্পষ্ট বার্তা, অবিলম্বে বকেয়া অগ্রিম অর্থ না মেটালে পরিস্থিতির জটিলতা বাড়বে। তাঁদের হুঁশিয়ারি, দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে ভবিষ্যতে নির্বাচনী কাজে যানবাহন সরবরাহের ক্ষেত্রেও বাধার মুখে পড়তে পারে প্রশাসন। ভোটের এই মহোৎসবে চাকা ঘাতে কোনোভাবেই না থমকে যাস, তার জন্য প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপের দিকেই তাকিয়ে এখন বাসমালিক সংগঠন।

ভোটের কাজে গাড়ি দিয়েও মেলেনি অগ্রিম পাওনা, অসন্তুষ্ট বেসরকারি বাস মালিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিলঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের মরসুমে পরিবহণ পরিষেবার অন্যতম মেরদণ্ড হল বেসরকারি বাস। কিন্তু ভোটের কাজে সেই বাসগুলো দিয়েও এখন চরম বিপাকে মালিকেরা। অভিযোগ, নির্বাচনী কাজের জন্য বাস অধিগ্রহণ করা হলেও, প্রয়োজনীয় অগ্রিম অর্থ পাচ্ছেন না তারা। এই আর্থিক বঞ্চনা নিয়ে এবার সিইও অফিস এবং পরিবহণ দফতরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগারে দিলেন বাসমালিকদের একাশ্রয়। জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই নির্বাচনের কাজে বেসরকারি বাস অধিগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়েছিল। বাসমালিক সংগঠনের তরফে তখনই দৈনিক ভাড়া, শ্রমিকদের খোরাকি এবং অগ্রিম অর্থ প্রদানের মতো বিষয়গুলো নিয়ে পরিরবহণ দফতর ও কমিশনের কাছে স্পষ্ট জানতে চাওয়া হয়েছিল। সংগঠনের অভিযোগ, প্রাথমিক আলোচনা এবং নির্দেশিকা জারি হলেও, বাস্তবে সেই অর্থ

প্রদানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত টিলেমি দেখা দিয়েছে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ২৩ এপ্রিল সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক

পাননি বলে অভিযোগ। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট ও মেদিনীপুরের বাসমালিকদেরও একই পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। উল্টোদিকে,



জেলায় বিপুল সংখ্যায় বেসরকারি বাস ভোটের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বহু মালিকের দাবি, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁদের আর্থিক উল্টে অগ্রিম অর্থ পৌঁছায়নি। কলকাতা, নদিয়া এবং উত্তর ২৪ পরগনার মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলার মালিকেরা এখনো অর্থ

হুগলি ও হাওড়া জেলায় কিছু বাসমালিক অগ্রিম অর্থ পেয়েছেন বলে খবর। এই দাবি, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তাঁদের অসন্তোষ দানা বেঁধেছে। বাস সিডিক্টে সংগঠনের বক্তব্য, “একই রাজ্যে এক এক জেলায় এক এক রকম আচরণ অত্যন্ত

দুর্ভাগ্যজনক। নির্বাচন দফতরের এই দ্বিচারিতা সর্গেঠানের বক্তব্য, বাসমালিকদের পিঠ এখন দেওয়ালে ঠেকেছে। বাসগুলো ভোটের কাজে আটকে থাকায় নিজেদের পকেট থেকে শ্রমিকদের বেতন, বাসের ইএমআই এবং সার্ভিসের প্রমাপ। তৃণমূলের অভিযোগের তরফে বলা হয়, কেউ রজিন চশমা পরে থাকলে পৃথিবীটা রঙিনই মনে হয়। এছাড়া ওই হোট্টেলে কমিশনের অন্য কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন বলে এদিন বিচারপতিকে জানান কমিশনের আইনজীবী। উভয় পরিষদের সওয়াল শোনার পর বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস যে অভিযোগ জানিয়েছে, তার লিখিত উত্তর আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কমিশনকে আদালতে জমা দিতে হবে।

‘দিল্লির যমুনাকে সামলাতে পারেন না, আমাদের গঙ্গায় এসে ফটো তোলেন’ মোদিকে কটাক্ষ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৪ এপ্রিলঃ বঙ্গ ভোটের দ্বিতীয় দফার ভোটপর্বের আগে প্রচারের সূর্য কার্যত মধ্য-গগনে। রাজ্যে শুক্রবার, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহদের পর পর ঝোড়ো সভা সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে, বেলা গড়াতেই হাওড়ার সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সকালে বারুইপুরের সভা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সরব হন নরেন্দ্র মোদি। দুপুর গড়াতেই তার পাণ্টা জবাব দেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও শুক্রের সকালে নরেন্দ্র মোদির গঙ্গায় নৌকায় ভ্রমণ নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের পর শুক্রবার

গঙ্গায় নৌকাবিহার করেছেন, ভালো করেছেন। আপনাকে স্বাগত। আমিও যাই চন্দননগরে পুজোর সময় গঙ্গাবিহার করতে করতে। আমি গঙ্গাসাগরেও যাই।” খোঁচার সুর চরমে রেখে মমতা বলেন, “আপনি একবার যমুনা নদীতে গিয়ে দিল্লিতে ডুব দিয়ে আসবেন। দিল্লির যমুনা পুরো দুধিলা। আপনি দিল্লির যমুনা সামলাতে পারেন না, আর আমাদের গঙ্গায় এসে ফটো তুলছেন!” এরপর স্বভাবসিদ্ধ ভাবে মহিলা ইস্যু থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বব হন বিজেপি ও মোদির বিরুদ্ধে। বিজেপি-কে বিধে মমতা বলেন, “সাইক্লোন, বন্যা, ভাঙন, কোভিডের সময়ে এদের পেয়েছেন? আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি। নিজের জীবনের



হাওড়ার সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “আজকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের যে ভাষায় আক্রমণ করেছেন আমি মনে করি ছাত্র সমাজ যুব সমাজের প্রতিবাদ করা উচিত। আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের গর্ব। আমাদের যুবক-যুবতীরা আমাদের গর্ব। বলছে ওখানে নাকি রোজা চলছে। এক পয়সাও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছে? তুমি কি জানো, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নম্বর ১ র‍্যাঙ্কে আছে।” এক্ষেত্রে মমতার ভাষণে সেন্ট জিভিয়াস, প্রেসিডেন্সির প্রসঙ্গও আসে। এছাড়াও নরেন্দ্র মোদির এদিন সকালে গঙ্গাবক্ষে নৌকায় চড়ে সফর করার ঘটনা নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি মমতা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, “আজকে নাকি উনি নৌকাবিহার করেছেন! আমি বলি.. বাংলার গঙ্গা আর দিল্লির যমুনা মিলিয়ে নিন। বাংলার গঙ্গা পরিষ্কার। তাই নৌকাবিহার করে হাওয়া খেয়েছেন সকালেবোলা। এটা ভোটের রাজনীতি!” মমতা একইসঙ্গে বলেন, “চ্যালেঞ্জ করছি,

পরোয়া করিনি। মানুষকে বাঁচিয়েছি। হাওড়ায় আমরা নতুন করে ড্রেজিং প্রোগ্রাম করছি। এটা চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে ড্রেনেজের যে সমস্যা আছে, সেটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। মনে রাখবেন।” হাওড়ার জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও নিশানা করেন মমতা, “আপনার চেয়ারের তো একটা রেসপেক্ট আছে! আপনি মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, ইলেকশন হয়ে গেলে সকলকে পা নীচে করে আর মাথা উপরে করে ঝোলাবেন? আর পেঁচাবেন? এ কি আপনার মুখে সাজে? এত কথা বাজে। এত খারাপ ভাষায় কথা বলতে পারেন। এত নির্লজ্জ কথা বলতে পারেন।” ৪ তারিখের ফল নিয়ে ১০০ শতাংশ কমসিডেন্ট মমতা! বিজেপি-কে কটাক্ষ করে বলেন, “খল বেরোলে দেখবেন। জ্বলবেন, আর লুচির মতো ফুলবেন। আমাদের যে মাইনাস জায়গাগুলো ছিল, কাল আমরা এগিয়ে গিয়েছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এ বার মনে রাখবেন, যা সিট ছিল, তার অর্ধেকও পাবে না।”

‘সেঞ্চুরি পার করেছে তৃণমূল, ১০ দিন পর মিলিয়ে নেবেন!’ জগবল্লভপুর থেকে হুঙ্কার অভিষেকের



নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৪ এপ্রিলঃ ভোটের বাংলায় প্রথম দফার যুদ্ধ শেষ। আর প্রথম দফা মিটতে না মিটতেই বড়সড় ভবিষ্যবাণী করে দিলেন তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার জগবল্লভপুরের নির্বাচনী সভা থেকে বিজেপিকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, “তৃণমূল কাইই সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। ১০ দিন পর ফল বেরোলে মিলিয়ে নেবেন।” রাজনৈতিক ভবিষ্যবাণী করে জয়ের বড় দাবি করেন

তিনি। রাজনৈতিক মহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভবিষ্যবাণী’ নিয়ে চর্চা নতুন নয়। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বলেন, “আমি সচরাচর ভবিষ্যবাণী করি না। কিন্তু যখন করি, তখন সেটা মেলে। ২০২১ সালেও মিলেছিল, ২০২৪ সালেও মিলেছে আর এই ২০২৬ সালেও মিলবে।” প্রথম দফার ভোট শেষ হওয়ার পর বিজেপির অন্দরে ‘হটকটানি’ শুরু হয়েছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর দাবি, হার নিশ্চিত বুঝেই এখন গেরুয়া শিবিরের নেতারা সাংবাদিকদের ফোন করে খবর চালানোর অনুরোধ করছেন। অমিত শাহকে পাণ্টা ত্রোপ দেমেছেন তিনি। বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দাবি করেছিলেন, প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে বিজেপি ১১০টির বেশি আসন পাবে। এদিন নাম না করে সরাসরি পাণ্টা বিঁধেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, “এরা বলেছিল বাংলায় ভোট কেটে ক্ষমতায় আসবে। কালকের পর বিজেপির হটকটানি দেখতে পাচ্ছেন? যারা বাংলায় এসে বলেছিল ২৬ তারিখ, ২৬ তারিখ বাঙালিকে ঘরে ঢুকিয়ে দেব- আমাদের জন্মভূমিতে গুজর‍াটের গুন্ডা। এসে বলছে উল্টে ঝুলিয়ে দেবে (উল্টা কারকে লটকা দেয়া)।” ‘গরম বাড়ছে জল খান’ বিতর্ক প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন অভিষেক। কিছুদিন আগেই প্রচারের ময়দানে অমিত শাহকে বিধে অভিষেক বলেছিলেন, গরম বাড়ছে, বেশি করে জল খান। সেই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে অমিত শাহ দাবি করেছিলেন, তর্কে অপমান করা হয়েছে। এদিন জগবল্লভপুর থেকে অভিষেক বলেন, “আমি শুধু বলেছিলাম গরম বাড়ছে জল খান। আর অমিত শাহ বলছেন আমি নাকি ওকে অপমান করেছি! আসলে ভয় পেয়েছে বিজেপি।” গুজরাট বনাম বাংলার প্রসঙ্গে টেনে, তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ডের গলায় এদিন ফের শোনা গিয়েছে ‘বহিরাগত’ তত্ত্ব। বিজেপি নেতাদের ‘গুজরাটের গুন্ডা’ বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, “বাংলার মানুষকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না। মানুষ ব্যালটে জবাব দিচ্ছে।” অভিষেক আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই কর্মীদের মাথা করে বলেন, “বাকি পর্বগুলোতেও তৃণমূলের এই জয়রথ বজায় থাকবে।”

ভারত সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করার সংকল্পে অটলঃরাষ্ট্রপতি



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা) ২৪ এপ্রিলঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু। একইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করে রাষ্ট্রপতি জানান, ভারত সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করার সংকল্পে অটল থাকবে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু বুধবার এক্স মাধ্যমে জানান, পহেলগাঁও-এ সন্ত্রাসী হামলার সেই জঘন্য ঘটনায় নিরীহ প্রাণের মর্মান্তিক ক্ষতি আমাদের সম্মিলিত স্মৃতিতে খোদিত হয়ে আছে। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। সমগ্র দেশে তাদের পাশে আছি। এই ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শান্তি ও ঐক্যের প্রতি আমাদের অটল অঙ্গীকারকে দমাতে পারবে না। আমরা সর্বত্র সব ধরনের সন্ত্রাসবাদকে পরাজিত করার সংকল্পে অটল থাকব।

দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ, শুক্রবার হাইকোর্টে কমিশনের বক্তব্য পেশ



কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ নিয়ে শুক্রবার কমিশনের বক্তব্য শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। এই নিষেধাঞ্জায় অনেকে যেমন অপত্তি জানিয়েছে, কমিশন মনে করবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের জন্য এই নির্দেশিকা প্রয়োজন। ভোটগ্রহণের দুই দিন আগে থেকে দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের (সিইও) গত ২০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের স্মারকলিপিকে চ্যালেঞ্জ করেন।এই বিধিনিষেধেরমধ্যে রয়েছে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চালানোর উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা এবং সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত এর পিছনে চড়ার উপর নিষেধাজ্ঞা। তবে, চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা স্কুলগামী শিশুদের পরিবহনের মতো সীমিত ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে।মামলাটি বৃহস্পতিবার ‘শুনানির জন্য এজলাসে আসে। নির্বান কমিশনের আইনজীবী আদালতকে জানান, দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের ১৯৯৬ সালের স্থায়ী নির্দেশাবলী রয়েছে। আবেদনপত্রটি আর্জই দাখিল করা হয়েছে।আদালত নির্বাচন কমিশনকে (ইসিআই) বলে যার ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগে ২৪ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ভোটের ২ দিন আগে পর্যন্ত বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইসব সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ, প্রতিবেদন, ঘটনা ইত্যাদি দাখিল করতে হবে।এছাড়াও, যেখানে ভোটগ্রহণের ২ দিন আগে থেকেই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল আদালত অন্যান্য সাধারণ নির্বাচনের জন্য জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলোও দাখিল করতে বলেছে। ইসিআই-এর অবস্থান জানানোর জন্য মামলাটি শুক্রবারের জন্য ধার্য করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের বাকি কয়েকটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের বাকি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলাকারীরা জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সাধারণ মানুষ, অহিনজীবী এবং প্রয়োজনীয় কাজে যুক্ত ব্যক্তির সমস্যা সম্মুখীন হবেন।

ঘোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাযথতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বিষয়সে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ট্রাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে ‘এসআইআর’-এর বিরুদ্ধে জনরায়, দাবি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের-প্রথম দফার ভোট ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বার্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা)২৪এপ্রিলঃ নয়াদিল্লি থেকে রাজনৈতিক বার্তা ছড়িয়ে পাতেই নতুন করে উত্তাপ বাল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী আবহে। প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হতেই ভোটের প্রণথতা নিয়ে নানা ব্যাখ্যা যখন রাজনৈতিক মহলে ঘূরপাক খাচ্ছে, ঠিক সেই সময় আম আদমি পার্টির সৃপ্তিমো Arvind Kejriwal মন্তব্য করে জানানেন, রাজ্যে ‘ এসআইআর এর বিরুদ্ধেই ভোট পড়ছে। তাঁর এই বক্তব্য ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক, কারণ ভোটের ফলাফল এখনও প্রকাশ না হলেও ভোটদানের প্রণথতা এবং তার ব্যাখ্যা নিয়ে এখন থেকেই অবস্থান স্পষ্ট করতে শুরু করেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। শুক্রবার সমাজমাধ্যম ‘ এক্স -এ নিজের বক্তব্য প্রকাশ করেন কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী ‘ এস আইআর বিরুদ্ধে জনরায় তৈরি হচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধেই বার্তা দেবে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টই ইঙ্গিত, তিনি এই ভোটকে শুধুমাত্র রাজা রাজনীতির পরিসরে দেখছেন না, বরং বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করছেন। কেজরিওয়ালের মতে, এই ভোটের ফলাফল শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র রাজনৈতিক অবস্থানেও প্রভাব ফেলতে পারবে।প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। বিভিন্ন জেলায় ভোটদানের হার ছিল অত্যন্ত বেশি, যা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ভোটারদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এই উচ্চ ভোটদানের



অন্যতম কারণ হতে পারে। আবার অন্য একটি অংশের মতে, এই বিপুল ভোটদানের হার শাসকদলের পক্ষেই হতে পারে, কারণ সংগঠনের শক্তি এবং বৃথস্ত্রের ম্যানোজমেন্ট সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এই পরিস্থিতিতে কেজরিওয়ালের মন্তব্য নতুন মাত্রা যোগ করেছে গোটা আলোচনায়।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভোটের আগের দিনই কেজরিওয়াল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী Mamata Banerjee-র প্রতি নিজের সমর্থনের পত্রিকে দেখাচ্ছেন না, বরং বৃহত্তর জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করছেন। কেজরিওয়ালের মতে, এই ভোটের ফলাফল শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র রাজনৈতিক অবস্থানেও প্রভাব ফেলতে পারবে।প্রথম দফার ভোটগ্রহণের পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। বিভিন্ন জেলায় ভোটদানের হার ছিল অত্যন্ত বেশি, যা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, ভোটারদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এই উচ্চ ভোটদানের

চেষ্টা করছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টা সফল হবে না। এই মন্তব্যের মধ্য দিয়েই কেজরিওয়াল মূলত ভোটদানের হার শাসকদলের পক্ষেই দিতে চাচ্ছেন। বৈরোধী ঐক্যের বার্তা একটি চোখেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এবং পশ্চিমবঙ্গ সেই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কেজরিওয়ালের বক্তব্যে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট, যেখানে তিনি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ের মুখ হিসেবে তুলে ধরছেন।এদিকে, আম আদমি পার্টির পক্ষ থেকে জানা গেছে, খুব শিগগিরই পশ্চিমবঙ্গে এসে প্রচারে অংশ নিতে পারেন কেজরিওয়াল। আগামী ২৬ ও ২৭ এপ্রিল তাঁর রাজ্যে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেই সময় তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার করতে পারেন বলে সূত্রের খবর। যদি তা সত্যি হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হবে, কারণ

নেপালের গণতন্ত্র দিবসে প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহর শুভেচ্ছা না জানানো ঘিরে বিতর্ক

কাঠমান্ডু, ২৪ এপ্রিল ঃ নেপালে শুক্রবার ২০-তম গণতন্ত্র দিবস পালন করছে। তবে এই বিশেষ দিনে দেশের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ এবং শাসক দলের শীর্ষ নেতা রবি লামিাছানের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক শুভেচ্ছা বার্তা না আসায় রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা ও বিতর্ক।নেপালে প্রতি বছর ২৪ এপ্রিল গণতন্ত্র দিবস পালন করা হয় ২০০৬ সালের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের স্মরণে। ওই আন্দোলনের পর তৎকালীন রাজ জ্ঞানেন্দ্র শাহের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে এবং দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয়।তৎকালীন সময়ে রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ ঘোষণা করেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস



নেপালের জনগণ এবং জনআন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে প্রতিনিধি সভা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এর মধ্য দিয়েই দেশে গণতান্ত্রিক রূপান্তরের

প্রক্রিয়া শুরু হয়।পারবর্তীতে গণআন্দোলনের পর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে দুটি সংবিধান সভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গতটি সংবিধান সভা ২০১৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নেপালকে আনুষ্ঠানিকভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে নতুন সংবিধান প্রদান করে। এর ফলে দেশটি পূর্ণাঙ্গ ফেডারেল কাঠামোয় প্রবেশ করে।এরপর থেকে নেপালে কেন্দ্র, প্রদেশ এবং স্থানীয় স্তরে দুই দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে দেশটি ফেডারেল ব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োজনে মধ্য দিয়ে পরিতালিত হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সরকারি পরিষেবা

পৌঁছে দেওয়া এবং দুর্ঘর্ষণ পরিস্থিতিতে দ্রুত ত্রাণ ও সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্র, প্রদেশ ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় কার্যকর ভূমিকা পালন করছে বলে প্রশাসনিক মহল দাবি করেছে।২০০৬ সালের গণআন্দোলনের মাধ্যমে তৎকালীন রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের স্মরণে প্রতি বছর ২৪ এপ্রিল গণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করা হয়। সাধারণত এই দিনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বার্তা প্রকাশ করা হয়। তবে এবছর শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক বার্তা না আসায় বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের বেদান্ত পাওয়ার প্ল্যান্ট দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫

রায়পুর, ২৪ এপ্রিলঃ ছত্তিশগড়ের শক্তি জেলায় অবস্থিত বেদান্ত পাওয়ার প্ল্যান্টে ভয়াবহ বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ে। প্রাপ্ত সংশেষ তথ্য অনুযায়ী, এই দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৫ হয়েছে। গুরুতরভাবে দক্ষ

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা পরিযায়ী শ্রমিক বিশুজি সাহু চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার মারা যান। সূত্রের খবর, আহত শ্রমিক বিশুজি সাহু রায়পুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলেন।উল্লেখ্য, গত ১৪ এপ্রিল শক্তি জেলার সিংহি তারাই

রাজস্থানের দাবদাহে দক্ষ মধ্যপ্রদেশ, নর্মদাপুরমে তাপমাত্রার রেকর্ড ১১ জেলায় জারি তাপপ্রবাহ সতর্কতা



জানিয়েছে জেলা প্রশাসন। চিকিৎসকরাও সতর্ক করছেন, এই তাপপ্রবাহে হিট স্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং অন্যান্য গরমজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। বড় ঝরপাতের শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রেও গাত বৃহস্পতিবারের আবহাওয়ার পরিসংখ্যান এই ভয়াবহতারই ইঙ্গিত দিচ্ছে। রাজ্যের গড় তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। ৪৩.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে নর্মদাপুরম ছিল রাজ্যের উষ্ণতম শহর। ঋজুৱাহাতে তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছে ৪৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, নওগাঁওয়ে ৪৩ ডিগ্রি, সিধিতে ৪২.৬ ডিগ্রি এবং দমোহ, সাগর ও টিকমগাে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির গতি পেরিয়ে গেছে। বড় শহরগুলির অবস্থাও খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়- জবলপুরে ৪১.৬ ডিগ্রি, ভোপালে ৪১ ডিগ্রি এবং গোয়ালিয়রে ৪০.৮

ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে, যা সাধারণ মানুষের কাছে কার্যত অসহনীয় হয়ে উঠেছে।দিনের গরমের পাশাপাশি রাতেরও স্বস্তি মিলছে না। ভোপালসহ একাধিক শহরে রাতের তাপমাত্রা ২৫ থেকে ২৭ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাকরে কমছে। বিশেষ করে নর্মদাপুরমে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রিতে পৌঁছে যাওয়ায় সেখানে ‘ ওয়ার্ম নাইট’-এর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আহাওয়াবিদদের ভাষায়, এখন রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৪.৫ থেকে ৬.৪ ডিগ্রি বেশি থাকে এবং দিনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির উপরে থাকে, তখন সেই পরিস্থিিকে ‘ ওয়ার্ম নাইট’ বলা হয়। এর ফলে শরীর স্বাভাবিকভাবে ঠাণ্ডা হওয়ার সুযোগ পায় না, যা দীর্ঘমেয়াদে ‘স্ম্যাংরু’কি বাড়িয়ে দেয়।এই তীব্র দাবদাহের প্রভাবে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের চাহিদাও

ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্রই জলের সংকটের অভিযোগ উঠেছে। অনেক জায়গায় পানীয় জলের জন্য লম্বা লাইনে দাঁাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ায় নেদুতুংভিংয়ের ঘটনায় বাড়ছে, যা পরিস্থিিকে আরও দুর্বিষহ করে তুলছে। কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রভাব পাতে শুরু করেছে। জমির আর্দ্রতা দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে, ফলে গ্রীষ্মকালীন ফসলের উপর চাপ তৈরি হচ্ছে।তবে এই তীব্র গরমের মধ্যেও কিছুটা আশার আলো দেখাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। জানানো হয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্জার প্রভাবে এপ্রিলের শেষের দিকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হতে পারে। আগামী ২৭ এপ্রিলের মধ্যে গোয়ালিয়র, মোরোনা, সিওনি, বালাহাট এবং মন্দলাসহ একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যু-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টি তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে, যদিও তার আগে পশ্চিম গরমের দাপট অব্যাহত থাকার সম্ভাবনাই বেশি।সামগ্রিকভাবে, রাজস্থানের লু-এর প্রভাবে মধ্যপ্রদেশে যে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা শুধুমাত্র আবহাওয়ার বিচারে নয়, জনজীবনের প্রতিটি স্তরেই গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রশাসন সতর্কতা জারি করলেও সাধারণ মানুষের সচেতনতা ও সাবধানতাই এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করছে বিদ্যেজ্ঞদের। যতদিন প্রকৃতি নিজে কিছুটা স্বস্তি দেয়, ততদিন এই দহনঝালা সহ্য করাই যেন মধ্যপ্রদেশবাসীর নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ, শুক্রবার হাইকোর্টে কমিশনের বক্তব্য পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ নিয়ে শুক্রবার কমিশনের বক্তব্য শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট। এই নিষেধাঞ্জায় অনেকে যেমন অপত্তি জানিয়েছে, কমিশন মনে করবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণের জন্য এই নির্দেশিকা প্রয়োজন।ভোটগ্রহণের দুই দিন আগে থেকে দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য অফিসারের (সিইও) গত ২০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের স্মারকলিপিকে চ্যালেঞ্জ করেন।এই মধ্যে রয়েছে সন্ধ্যা সকাল ৬টা পর্যন্ত চালানোর উপর নিষেধাজ্ঞা। এবং থেকে সন্ধ্যা ৬টা পিছনে চড়ার উপর তবে, চিকিৎসা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা, পারিবারিক অনুষ্ঠান বা স্কুলগামী শিশুদের পরিবহনের মতো সীমিত ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে।মামলাটি বৃহস্পতিবার ‘শুনানির জন্য এজলাসে আসে। নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী আদালতকে জানান, দু-চাকার যান চলাচলের উপর বিধিনিষেধ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের ১৯৯৬ সালের স্থায়ী নির্দেশাবলী রয়েছে। আবেদনপত্রটি আর্জই দাখিল করা হয়েছে।আদালত নির্বাচন কমিশনকে (ইসিআই) বলে যার ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার আগে ২৪ ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ভোটের ২ দিন আগে পর্যন্ত বিধিনিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইসব সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ, প্রতিবেদন, ঘটনা ইত্যাদি দাখিল করতে হবে।এছাড়াও, যেখানে ভোটগ্রহণের ২ দিন আগে থেকেই বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল আদালত অন্যান্য সাধারণ নির্বাচনের জন্য জারি করা বিজ্ঞপ্তিগুলোও দাখিল করতে বলেছে। ইসিআই-এর অবস্থান জানানোর জন্য মামলাটি শুক্রবারের জন্য ধার্য করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের বাকি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণ রাও-এর এজলাসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। মামলাকারীরা জানিয়েছেন, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সাধারণ মানুষ, অহিনজীবী এবং প্রয়োজনীয় কাজে যুক্ত ব্যক্তির সমস্যা সম্মুখীন হবেন।

ট্রাম্পের এক আধিকারিকের প্রস্তাবের পর বিশ্বকাপে ইরানের পরিবর্তে খেলার প্রস্তাব নাকচ করল ইতালি জুরিখ, ২৪ এপ্রিল ঃ ইতালির ক্রীড়া কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন , ট্রাম্প প্রশাসনের এক আধিকারিক এ সংক্রান্ত একটি পরামর্শের পর চারবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালি আসন্ন ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে ইরানের পরিবর্তে আয়র্জেঞ্চ হতে আগ্রহী নয়।ইরান বিশ্বকাপ থেকে সরে দাঁড়িয়ে - পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ সত্ত্বেও দলটি বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে - এবং ফিফা জের দিয়ে বলেছে যে জুনে লস আঞ্জেলেসের কাছে ও সিয়াটলে তাদের গ্রুপ পর্বের খেলাগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ীই রয়েছে। অন্তিষ্ঠ হবো।বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব বিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত পাওলো জান্স্পোলি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকে এই অদলবদলের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

প্রথম পর্বের নির্বাচনে বিজেপি ১১০টির বেশি আসনে জিততে চলেছেঃঅমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল ঃ গত বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ১৫২টি কেন্দ্রে। তার পরের দিন সকালেই নিউ টাউনের হোটেল থেকে সংবাদিক বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, ১৫২টির মধ্যে ১১০টির বেশি আসনে বিজেপি জিততে চলেছে। সারা রাত ধরে আমরা বিশ্লেষণ করছি। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরা সরকার গড়ব। তাঁর দাবি, ভোট যত এগোবে এবং শেষ দফার দিকে যাবে, ততই স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে বাংলায় এবার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে পদ্ম শিবির সরকার গাতে চলেছে। বলেন, প্রথম দফায় ভোট দিয়েছেন যারা, তাঁদের অনেক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। ভয় থেকে ভরসার দিকে যাত্রা খুব ভাল ভাবে আপনারা শুরু করেছেন। দ্বিতীয় দফার ভোটহারা এই যাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান, নির্বাচন কমিশন এবং রাজা পুলিশকে অভিনন্দন।অমিত শাহ বলেন, ৫ তারিখের পর অঙ্গ-বদ্ধ-কলিঙ্গে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। পশ্চিমে বিকাশ হয়েছে। পূর্ব দিকে এখনও পিছিয়ে আছে। বিজেপি আসার পর সেখানেও বিকাশের গতি বাড়বে। প্রথম দফাতেই বাংলার মানুষ ভবিষ্য নিশ্চিত করে ফেলেছেন। এই মাটি বিকাশকে বেছে নিচ্ছে। মেদীর নেতৃত্বে সারা দেশে বিকাশের যাত্রা চলছে। বাংলাও তাতে शामिल হতে চলেছে। তিনি বলেন, যে মহিলা মুখামন্ত্রী বলেন, সন্ধ্যা ৭টার পর মেয়েরা কেন বাইরে বেরোচ্ছেন? তাঁর শাসন করার আধিকার নেই। বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাতে ১টাতেও নির্ভয়ে মেয়েরা স্ট্রুটিতে বেরোতে পারবেন। কোনও গুপ্তা আসবে না। মহিলাদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করার জবাবও মমতা বন্দোপাধ্যায় পেয়ে যাবেন। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে চাই, ৫ তারিখের পর বাংলা মাধ্যমে পড়া, বাংলায় জন্ম নেওয়া, বাঙালিই পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি ক্ষমতায় এলে তা বদলে যাবে। আর কোনও কাজের জন্য কার্টামনি দিতে হবে না। আমরা আপনাদের কাজ পরিবর্তন চেষ্টেছি। পরিবর্তনের অর্থ দুর্নীতি দূর করা, সিভিকেন্ট রাজে সমাধু করা, প্রশাসনের উপর থেকে রাজনৈতিক চাপ তুলে দেওয়া। বলেন, এখানে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগেও ছিল। কিন্তু ভয় দেখিয়ে ভোট দিতে দেওয়া ছিল না। এ বার পুলিশ, প্রশসন, কেন্দ্রীয় বাহিনী সুবক্ষার দল বদলেদিয়ে হয়েছে। ভয়মুক্ত পরিবেশ রয়েছে। তাই আমাদের বিশ্বাস, পরিণাম আমাদের পক্ষে আসবে।

‘ভূত বাংলা’র দাপট অব্যাহত, গতি কমছে ‘ধুরন্ধর-২’-এর

মুম্বই, ২৪ এপ্রিল ঃ অক্ষয় কুমারের হরর-কমেডি ছবি ‘ভূত বাংলা’ ভাল অফিসে একটানা ভাঙ্গা পারফরম্যান্স করে চলেছে। প্রিয়দর্শন পরিচালিত এই ছবি ১৭ এপ্রিল মুক্তি পর থেকেই প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাগন বজায় রয়েছে। এটি রবীন্দ্ৰ সিনেয়ার ‘ ধুরন্ধর-২’ কেও ছাপিয়ে গিয়েছে।বক্স অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, বুধবার ‘ভূত বাংলা’ আয় করে ১৫.০৫ কোটি টাকা। এর ফলে ছবিটির ভারতে মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৭৮.৯০ কোটি টাকা। বিশ্বজুড়ে ইতিমধ্যেই ১২৭.৬৭ কোটির বেশি ব্যবসা করেছে এই ছবি।অন্যদিকে, ‘ ধুরন্ধর-২’ আয় এখন কিছুটা নিম্নমুখী। রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তিও ৩৫তম দিনে ছবিটি



১.৭০ কোটি টাকা আয় করেছে। ফলে ভারতে এর মোট আয় বেড়ে হয়েছে ১,১২১.০৯ কোটি টাকা। যদিও এখনও শক্ত অবস্থানে রয়েছে ছবিটি, তবুও বর্তমানে ‘ভূত বাংলা’ ঘিরে দর্শকদের আগ্রহ ও ইতিবাচক সাড়া ছবিটিকে এগিয়ে রাখছে।

ভোট দেখতে দার্জিলিং-এ ভিন দেশের পর্যবেক্ষক, তুলনেন সেলফি

দার্জিলিং, ২৪ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোট দেখতে ভিন্দেশ থেকে এসেছেন পর্যবেক্ষকেরা। ভিপেন্শি পর্যবেক্ষকদের আসর কাা আগেই জারিহোয়িল নির্বাচন কমিশন। গত বৃহস্পতিবার সকালে এমনই একদল ভিনদেশি পর্যবেক্ষক পৌঁছে যান

দার্জিলিংের এক বুথের বাইরে। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সেলফি তোলেন।গণতন্ত্রের উৎসবে शामिल হয়ে তাঁরা খুশি প্রকাশ করেন। দার্জিলিং-এর পাশাপাশি কলিকাতা-এর পোলিং বুথও ঘুরে দেখেন ভিনদেশি থেকে আগত পর্যবেক্ষকরা।

রাশিফল

মেসঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। আপনার কাজে আপনি এনার্জি আর আত্মবিশ্বাস অনুভব করবেন। পারিবারিক জীবনে নিরাপত্তা আর মিলমিশ রাখার চেষ্টা করুন। পুরনো কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। বৃষঃ আপনাকে শান্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন এবং আজ অসাধারণ কিছু করতে পারেন। বিবাহের যোগ। **মিথুনঃ** আজকের দিনটা মিথুন রাশির জাতক-জ্যতিকদের জন্য স্পেশাল হবে। আপনার আইডিয়া আর মতামত প্রকাশ করতে আপনি উসাহিত বোধ করবেন। শুভদিন। **কর্কট রাশিঃ**আপনি আপনার দিন যোগ এবং ধান দিয়ে শুরু করতে পারেন। এটি করা আপনার পক্ষে উপকারী হবে এবং আপনি সারা দিন ধরে আপনার শক্তির স্তর বজায় রাখবেন। প্রেরা আসতে পারে আজ। **সিহঃ** আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। আপনার আত্মবিশ্বাস আর এনার্জি অনেক বেশি থাকবে, যা দিয়ে আপনি নিজের সম্মে সব কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে পারবে। **কন্যাঃ** মানসিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চান। আপনার সমস্যা এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ। বিবাহের যোগ হবে। আজ ত্রাণাঙ্কুরা আপনারকে কোনে আত্ম ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থাকে যেতে পারে। স্নেহময় মমতা আপনাকে উসাহিত করবে। **বৃশ্চিকঃ** আপনার মেজাজ পরিবর্তন করতে কোন সামাজিক জমায়েতে উপস্থিত থাকুন। আর্থিক উন্নতি। **ধনুঃ** আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক, যেখানে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলতে চলেছে।

মকরঃ আজ আপনার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত আছে। আত্মবিশ্বাস ধরে রাখুন, কারণ এটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে, যার ফলে টিমওয়ার্কও ভাল হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। **কুন্তঃ**আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক, যখন আপনি বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে অনুপ্রাণিত হবেন। পারস্পরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার ভাল সুযোগ। আপনার সৃজনশীলতা আজ চ্যায় থাকবে, তাই আপনার আইডিয়া কাগজে লিখে ফেলতে ভুলবেন না। শুভ রং লাল হবে। **মীনঃ** আপনার শরীর রিচার্জ করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে অন্যথায় ক্লান্তি আপনার মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করবে। আজকে সাফল্যের সুদই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনমূলক এবং তাদের ভালো অভিজ্ঞতা আছে। ব্যবসায় সাফল্য হতে পারে আজকে।

আবহাওয়া

তীব্র দাবদাহ আর তাপস্যা গরমের মাঝেই এবার স্তবির খবর শোনাও আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়া হাওয়ার পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকাগুলিতে সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে।কলকাতায় শুক্রবার গরম ও অস্বস্তি আরও বাড়বে। সকালের দিকে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে পৌঁছাবে। তবে সপ্তাহান্তেই ঝিলোভমায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, যা কিছুটা হলেও স্বস্তি ফেরাতে পারে।উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিশেষ করে পার্বত্য এলাকায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকছে। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকলেও ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস থাকায় তাকে চলতি মরসুমের ‘কালবৈশাখী’ হিসেবেই দেখছেন আবহাওয়াবিদরা। ৬০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইলে সাময়িকভাবে তাপমাত্রা কমতে পারে।নির্বাচনে এবারে বাংলার এই ‘প্রৈত শানন’ অর্থা দক্ষিণে গরম আর উত্তরে বৃষ্টির পূর্বাভাস চিন্তায় রাখছে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে ও।আপেক্ষিক ‘ আর্দ্রতা’ আজ হতে পারে ৮৯শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূচ্য জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫১মিনিট এবং রাত ০৯ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ১১টা ৫২মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৪ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ১৭মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারে।

পাঁচ মিনিটে বদলে গেল জীবন-প্রধানমন্ত্রীর নৌকার মাঝি বর্তমানে ‘হিরো’ গৌরাঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : শুক্রবারের সকালটা অন্য দিনের মতোই সাধারণভাবে শুরু হয়েছিল। গঙ্গার ঘাটে নিত্যদিনের মতোই কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন



মাঝি গৌরাঙ্গ বিশ্বাস। কিন্তু মাত্র পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে সেই সাধারণ সকালই হয়ে উঠল জীবনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। যে মানুষটিকে সকাল পর্যন্ত কেউ চিনত না, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনিই হয়ে উঠলেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। প্রিন্সেপ ঘাটে প্রতিদিনের মতোই নৌকা চালানোর কাজ করছিলেন গৌরাঙ্গ। তিনি মূলত দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। যে নৌকাগুলিতে তিনি কাজ করেন, সেগুলির মালিক

মহম্মদ ইফতিকার আহমেদ। শুক্রবার সকালেও সব কিছু স্বাভাবিক ছিল। হঠাৎ করেই পরিস্থিতি বদলে যায়, যখন ইফতিকারের কাছে জরুরি ভিত্তিতে

ওঠেন তিনি। হঠা এমন পরিস্থিতিতে প্রথমে খানিকটা হতবাক হয়ে পলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নেন গৌরাঙ্গ এবং অতিথিকে স্বাগত জানান।

মাঝগঙ্গায় নৌকা নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি তাঁর নির্দেশেই নৌকা চালিয়েছি। নৌকায় ভ্রমণের সময় নিজের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিলেন তিনি।’’ এই অভিজ্ঞতা যে গৌরাঙ্গর জীবনে এক বিরাট ঘটনা হয়ে থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। নৌকা ভ্রমণ শেষ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে জায়ি ধরেন বলেও জানান গৌরাঙ্গ। শুধু তাই নয়, দেশের মানুষের মধ্যে সন্ত্রাস্তি বজায় রাখার বার্তাও দেন তিনি। এই আচরণ গৌরাঙ্গকে আরও বেশি অভিভূত করে। দিনের শেষে গৌরাঙ্গ আর শুধুই একজন সাধারণ মাঝি নন। তার এই অভিজ্ঞতা তাকে রাতারাতি পরিচিত মুখ করে তুলেছে। মাঝমহলে এখন তিনিই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। সহকর্মীরা তাঁকে ঘিরে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা শুনতে ভিড় করছেন। প্রত্যেকেই জানতে চাইছেন, কেমন ছিল সেই মুহূর্ত, কী কথা হয়েছে, কেমন আচরণ করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। গৌরাঙ্গর জীবন হয়তো আবার আগের মতোই ছন্দে ফিরে যাবে, কিন্তু এই একটি দিন, এই কয়েকটি মুহূর্ত তাঁর স্মৃতিতে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সাধারণ জীবনের ভিড়ে এমন অসাধারণ অভিজ্ঞতা খুব কম মানুষেরই ভাগ্যে জোটে। আর সেই কারণেই গৌরাঙ্গ বিশ্বাস এখন শুধুই এক মাঝি নন, তিনি এক জীবন্ত গল্প-যেখানে বাস্তবই হার মানিয়েছে কল্পনাকে।

প্রচারের মাঝেই অসুস্থ দেব, তবু থামেননি- দায়িত্বে অবিচল তৃণমূলের তারকা সাংসদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : ছাত্রিশের বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই রাজ্যভূজে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে বড় তুলেছেন অভিনেতা-সাংসদ দেবা। কাঠফাটা গরমকে উপেক্ষা করে একের পর এক কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন তিনি। কখনও হেলিকপ্টারে, কখনও গাড়িতে, আবার কখনও পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন দলের এই তারকা মুখ। তবে শুক্রবার সকালে প্রচারে বেরোনোর আগেই আচমকাই শারীরিক অসুস্থতায় পড়তে হল তাঁকে। তবুও দায়িত্ব থেকে সরে পড়াননি দেব, প্রাথমিক চিকিসার পর আবারও রওনা নেন নির্ধারিত কর্মসূচিতে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দিনভর প্রচারের ব্যস্ততা সামলানোর পর শুক্রবার সকালেই আবার বেরিয়ে পড়েছিলেন দেবা। এদিন তাঁর প্রথম গন্তব্য ছিল রানায়টা। সেখান থেকে মথুরাপুর হয়ে ঘটকপুকুরের একটি এলাকায় সভা করার পরিকল্পনা ছিল। সেই মতো বেহালা ফ্লায়িং ক্লাব থেকে হেলিকপ্টারে রওনা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তিনি। ঠিক সেই

সময়েই আচমকা শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করেন তৃণমূলের এই তারকা প্রচারক। জানা গিয়েছে, হেলিকপ্টারে ওঠার আগেই মাথা ঘোরা এবং অস্বস্তি অনুভব করতে শুরু করেন দেবা। সঙ্গে সঙ্গেই



উপস্থিত চিকিসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন এবং রক্তচাপ মাপা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, তাঁর শরীরে রক্ত্তি এবং অনিয়মের প্রভাব পড়েছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে টানা প্রচার এবং বিশ্রামের অভাবেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের নির্খট ঘোষণার পর থেকেই কার্যত দিন–

রাত এক করে প্রচারে ব্যস্ত রয়েছেন দেবা। রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। এই টানা ব্যস্ততার ফল খাওয়া-দাওয়া এবং বিশ্রামের নির্দিষ্ট সময় বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে নয়।

প্রচারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। যদিও এই কারণে তাঁর নির্ধারিত কর্মসূচিতে পৌঁছতে কিছুটা দেরি হয়, তবুও তিনি শেষ পর্যন্ত সভায় উপস্থিত থাকেন এবং প্রচারে অংশ নেন। দেবের এই দায়বদ্ধতা ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে। প্রচারস্থলেও তাঁর উপস্থিতিকে ঘিরে মানুষের উদ্দামনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে, হাসিমুখে তাদের সঙ্গে কথা বলে আবারও নিজের জনপ্রিয়তার প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। অনেকেই মনে করছেন, অসুস্থতার মধ্যেও তাঁর এইভাবে প্রচারে যোগ দেওয়া দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কাছে বড় বার্তা বহন করে। সব মিলিয়ে, শুক্রবারের এই ঘটনা একদিকে যেমন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, তেমনই দেবের দায়িত্ববোধ এবং নেশাদারিত্বের দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছে। নির্বাচনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর সুস্থতা নিয়েও এখন চিন্তায় আবধ। পেরিয়ে নিজের দায়িত্বে বোধ করেন তিনি। চিকিসকলের পরামর্শ নিয়েই তিনি আবার

ভোটের মুখে দেগঙ্গায় আইএসএফ নেতার বাড়ির সামনে থেকে বোমা উদ্ধার, আতঙ্কে গ্রামবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। তার আগেই উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। দেগঙ্গার ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবর্দনপুর এলাকায় এক আইএসএফ নেতার বাড়ির দরজার সামনে এই বোমা উদ্ধারকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইএসএফ এবং শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র ব্যবস্কান্দ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আইএসএফের অঞ্চল সম্পাদক মহম্মদ হাবিবুল রহমানের বাড়ির সামনে শুক্রবার ভোরবেলা এই ঘটনা সামনে আসে। তিনি জানান, প্রতিদিনের মতো এদিনও সকালে বাড়ির সদর দরজা খুলতেই তাঁর নজরে আসে দরজার ঠিক গোড়ায় রাখা রয়েছে দুটি তাজা বোমা। হঠা এমন দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে

খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা দু’টি উদ্ধার করে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। ভোটের মুখে এমন বিস্ফোরক উদ্ধারকে কেন্দ্র করে গ্রামবাসীদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, কীভাবে এমন বিপজ্জনক বস্তু একটি আবাদিক এলাকার মধ্যে এসে পৌঁছল এবং কে বা কারা এর পিছনে রয়েছে। ঘটনার পরই আইএসএফ নেতা হাবিবুল রহমান সরকারি শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, তৃণমূলের দৃষ্টান্ত্যরাই এই কাজ করেছে। তিনি জানান, কয়েক দিন আগে পদ্মপুকুর বাজারে আইএসএফ প্রাধী পিয়ারুল ইসলামের সমর্থনে এক নির্বাচনী সভায় তিনি শাসকদলের বিরুদ্ধে দুনীতির অভিযোগ তুলে তীব্র ভাষণ

দিয়েছিলেন। সেই ঘটনারই প্রতিশোধ নিতে তাঁকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ির সামনে বোমা রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। হাবিবুল রহমান আরও দাবি করেন, এই ধরনের ঘটনা তাঁর সঙ্গে এই প্রথম নয়। এর আগেও একইভাবে তাঁর বাড়ির সামনে বোমা রেখে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। ফলে এই ঘটনায় তিনি এবং তাঁর পরিবার যথেষ্ট আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন। আইএসএফের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য, ভোটের আবেহে নিজেদের স্বার্থে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতেই আইএসএফ এই ধরনের ঘটনা ঘটচ্ছে। তাঁদের দাবি, কিছু দিন আগেই এলাকার একটি জঙ্গল থেকে আইএসএফের মজুত করা বোমা উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনার পরিপ্ৰেক্ষিতেই এই অভিযোগকে তারা ‘ বলে উল্লেখ করছেন। এই

পারস্পরিক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তণ্ড হয়ে উঠেছে দেগঙ্গায়। ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কে বা কারা এই বোমা এনে রেখেছিল, তার উদ্দেশ্য কী ছিল-সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকাভূক্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং দোধীধেরে চর্চিত করার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের ঠিক এগে দেগঙ্গার এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। রাজনৈতিক টানাঘোড়েনের মাঝে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এমন দেখার, তদন্তের মাধ্যমে এই ঘটনার আসল রহস্য কত দ্রুত উদ্ঘাটিত হয় এবং পরিস্থিতি কতটা স্বাভাবিক হয়।

প্রথম দফার ভোটে ‘পাওয়ার প্লে’তে কতটা এগোল বিজেপি? আত্মবিশ্বাস বনাম সংশয়ের লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : রাজ্যের প্রথম দফার ভোটপ্রশ্ন শেষ হতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ও বিশ্লেষণ। যে পর্বে বিজেপির এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেই পর্বের ভোট আদৌ কতটা অনুকূল হল, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে গেরুয়া শিবিরের অঙ্গদেহে। বৃহস্পতিবার ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে ভোটপ্রশ্ন হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, আবার পূর্ব মেদিনীপুর– এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভোট হয়েছে, যেখানে গত নির্বাচনে তুলনামূলকভাবে ভালো ফল করেছিল বিজেপি। ফলে এই পর্বকেই কার্যত ‘পাওয়ার প্লে’ হিসেবে দেখাছিল দল। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আত্মবিশ্বাসের সুরে দাবি করেছেন, ১৫২ আসনের মধ্যে আমরা ১১০-এর বেশি আসনে জিতব। তার কথায়, ‘ বিরোধী হাওয়া এখানে প্রবল। অনেকদিন পর বাড়ির মহিলারা নির্ভয়ে নির্বিঘ্নে ভোট দিয়েছে। তাঁরা সকলে দুর্নীতি থেকে মুক্তি চান। ভোটদানের হার এত বেশি। এসব পর্যালোচনা করেই আমরা সংখ্যাটা বুঝতে পেরেছি। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, এই আত্মবিশ্বাসের ভিত বসেও সাফল্য অর্জন করা বিজেপির কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিল। উত্তরবঙ্গ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর–এই অঞ্চলগুলিতে বিজেপির শক্ত ঘাটি বলে পরিচিতি রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকেই উল্লেখযোগ্য ফল করেছিল গেরুয়া শিবির। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের হিসাব ধরলে দেখা যায়, এই প্রথম দফার অন্তর্গত বিধানসভা

হবে। কিন্তু বিরোধীদের পাশাপাশি দলের কর্মীদের মধ্যেও এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। পরিসংখ্যানের নিরিখে দেখলে এই প্রথম দফার গুরুত্ব আরও স্পষ্ট হয়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ১৫২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জিতেছিল



৯২টিতে, আর বিজেপি পেয়েছিল ৫৯টি আসন। বাকি আসনগুলিতে অন্যান্য দলগুলির উপস্থিতি ছিল সীমিত। কিন্তু যেসব ১৪২টি আসনে পরবর্তী দফায় ভোট হবে, সেখানে বিজেপির দখলে ছিল মাত্র ১৮টি আসন। ফলে এই প্রথম দফাতেই বসেও সাফল্য অর্জন করা বিজেপির কাছে অত্যন্ত জরুরি ছিল। উত্তরবঙ্গ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং পূর্ব মেদিনীপুর–এই অঞ্চলগুলিতে বিজেপির শক্ত ঘাটি বলে পরিচিতি রয়েছে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই অঞ্চল থেকেই উল্লেখযোগ্য ফল করেছিল গেরুয়া শিবির। আবার ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের হিসাব ধরলে দেখা যায়, এই প্রথম দফার অন্তর্গত বিধানসভা

এলাকাগুলির মধ্যে ৫৩টিতে এগিয়ে ছিল বিজেপি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্যীয়, একসময় শূন্যে থাকা বাম–কংগ্রেস জোটও ধীরে ধীরে কিছুটা জমি ফিরে পাচ্ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে এই অঞ্চলেই ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে তারা এগিয়ে ছিল, যার মধ্যে কংগ্রেস ১১টি এবং বামেরা একটি আসনে।

সেখানে থাক্না খেতে হয়েছে দলকে। অনন্ত মহারাজের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্কের টানাপোড়নেও এই সমীকরণে প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। জঙ্গলমহলের জেলাগুলি–বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বীরভূমে আদিবাসী ভোটেও গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এই ভোটাঞ্চলকে আকর্ষণ করতে বিজেপি ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। দলের হয়ে প্রচারে এসেছেন ন্যাথগুের প্রাক্তন মুখামন্ত্রী অর্জুন মুখা এবং বাবুলাল মারান্ডির মতো নেতারা। কিন্তু এই প্রচার কতটা কার্যকর হয়েছে, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নয় দল। সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা হয়ে উঠেছে সংগঠনগত দুর্বলতা। প্রথম দফার ভোটে একাধিক বুথে বিজেপির ভোটে অনুপস্থিত থাকার অভিযোগ উঠেছে। অনেক জায়গায় কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণও চোখে পড়েনি। এমনকি দলের নির্দিষ্ট ভোটারদের বুধমুখী করার ক্ষেত্রেও ঘাটিত ছিল বলে অভিযোগ উঠছে নিচুতলা থেকে। এই বিষয়গুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের সল্টলেক অফিসে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে, প্রথম দফার ভোট বিজেপির জন্য একদিকে যেমন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে, তেমনই তৈরি করেছে একাধিক প্রশ্ন। ‘পাওয়ার প্লে’তে দল কতটা রান তুলতে পারল, তা এখনই স্পষ্ট নয়। তবে ফলাফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত এই অনিশ্চয়তা ও বিশ্লেষণের পর্ব চলতেই থাকবে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে আত্মবিশ্বাস এবং সংশয়ের এই বৈরত্থই এখন গেরুয়া শিবিরের মূল সুর।

দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি জোরদার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে প্রস্তুতি আরও জোরদার করতে আটটি নির্বাচনী জেলায় শুরু হল ওয়েব কাস্টিং প্রক্রিয়ার ট্রায়াল রান। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, তিনটি শিফটে টানা ২৪ ঘণ্টাই চলবে এই মহড়া। ভোটের পাঁচ দিন আগে, অর্থা পি মাইনাস কাইভ ডে থেকেই এই ট্রায়াল শুরু করে দিয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ট্রায়াল রানের মাধ্যমে বুথভিত্তিক নজরদারি ব্যবস্থাকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সিও ডফতরে উপস্থিত রয়েছেন দফতরের আধিকারিকেরা, কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রতিনিধিরা, রাজ্য পুলিশ এবং কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা। অন্যদিকে সমষ্টিগুট আটটি নির্বাচনী জেলায় নিজদের অবস্থান থেকে পুরো প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তারা। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের সদর দফতর থেকেও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই ট্রায়াল রানের উপর নজর রাখছেন।কমিশনের মতে, ভোটের দিন যাতে কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি না থাকে এবং প্রতিটি বুথে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি নিশ্চিত করা যায়, তার জন্যই এই আগাম মহড়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আবার সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত্যু ঘটলো এক মৌলের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কুলতলিঃ আবার বাঘের কামড়ে মৃত্যু সুন্দরবনে। মৃত্যু মিছিল অব্যাহত।এবার সু দ্রববনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের হামলায় মৃত্যু হল এক মৌলের। মূতের নাম গোবিন্দ গায়েন। বাড়ি মৈপীঠ উপকূল থানার কিশোরী মোহনপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,শুক্রবার সকালে গোবিন্দ গায়েন-সহ তিনজন বৈধ পাস নিয়ে পাণিরালাার জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে মধু সংগ্রহের সময় অর্কবৃতে একটি বাঘ হামলা চালায় গোবিন্দের উপর। আর ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।দুই সঙ্গী মৃতদেহ উদ্ধার করে এদিন মৌলটরে ঘাটে নিয়ে আসেন। কুলতলির বিদ্যায় বিধায়ক গণেশ চঃ দ্র মণ্ডল অসহায় পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।আর এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বালিতে নৃশংস খুন-বাড়িতেই চিকিৎসককে কুপিয়ে হত্যা, পরিচারিকার আত্মসমর্পণে চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা,হাওড়া, ২৪ এপ্রিল : হাওড়ার বালি এলাকায় ঘটে গেল এক শিউরে ওঠার মতো খুনের ঘটনা। পুলিশ বাড়িতেই নৃশংসভাবে খুন হলেন এক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে সামনে এসেছে তাঁরই বাড়ির পরিচারিকার নাম। খুনের পর নিজেই থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার নেপথ্যে কী কারণ থাকতে পারে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত চিকিসকের নাম রামকৃষ্ণ চালকি। তিনি বালির জিটি রোড সংলগ্ন একটি বহুতল বাসে বাসে থাকতেন। কর্মসূত্রে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় বসবাস করছিলেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে আচমকাই তাঁর বাড়িতে ঘটে যায় এই ভয়াবহ ঘটনা। অভিযোগ, বাড়ির পরিচারিকা ধারালো কাটারি দিয়ে তাঁকে একাধিকবার আঘাত করে খুন করে। ঘটনার পর রাত্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা

যায়। খুনের পর পালিয়ে যাওয়ার বদলে অভিযুক্ত পরিচারিকা সরাসরি বালি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি নিজেই পুলিশকে গোটা ঘটনার কথা জানান বলে জানা গিয়েছে। এরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে এবং দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং শুক্রবার তাঁকে হাওড়া আদালতে পেশ করা হয়। আদালত প্রাক্ষণে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করলেও তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় একাধিক গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে। চিকিসকের দাদা জনিয়েছেন, ডানকুনিতে আমদানের বাড়ি। কর্মসূত্রে হেলেলে নিয়ে বালিতে থাকত ভাই। ভাইয়ের স্ত্রী এখানে থাকেন না। বছর দেড়েক ধরে ওই পরিচারিকা ভাইয়ের বাড়িতে কাজ করেন। গতকাল আমি অফিসে থাকাকালীন ঘটনার খবর পাই। পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ওই পরিচারিকা রামকৃষ্ণকে ব্ল্যাকমেইল করছিলেন। তবে সেই

ব্ল্যাকমেলিংয়ের প্রকৃতি কী ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে খুনের সম্ভাব্য কারণ নিয়ে। হঠাৎ কী এমন পরিস্থিতি তৈরি হল, যার ফলে এতটা নৃশংসভাবে খুন করা হল চিকিসককে? আবার খুনের পর অভিযুক্তের থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করাও রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের সঙ্গে মৃতের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিবাহ বহির্ভূত কোনও সম্পর্কের জেরেই কি এই ঘটনা, সেই দিকটোও তদন্তের আওতায় রয়েছে। এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। দিনের আলোয় এমন নৃশংস খুনের ঘটনা এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। পুলিশ ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে এবং অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনের প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা করছে। তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন তারিয়ে সকলেই, কারণ এই খুনের নেপথ্যের সত্য সামনে এলে তবেই স্পষ্ট হবে পুরো ঘটনার আসল চিত্র।

বারুইপুরে বিজেপির প্রচার গাড়িতে হামলার অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,বারুইপুরঃ বারুইপুরে বিজেপির প্রচার গাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেসের হামলার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে বারুইপুরের উত্তংলার মাঠে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার সেই প্রচার গাড়িতেই রাতের অন্ধকারে হামলা চালানের অভিযোগ উঠলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। প্রচার গাড়ির চালককেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিজেপির পক্ষ থেকে অজয় হালদার নামে এক টোটে চালকের টোটো ভাড়া করে এলাকায় প্রচার চালানো হচ্ছিল। আদিভোগ, যখন বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কন্যাপন্থর গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডীপুর থেকে টোটে চালক অজয় হালদার

প্রচার করতে করতে আসছিলেন, সেই সময় চাকারবেতিয়া এলাকায় ওই টোটে চালককে সেখানে প্রচার করতে বাধা করা হয়। তারপর লাঠি সোঁটা নিয়ে মারধর করা হয় ওই টোটে চালককে। ভাঙচুর করা হয় টোটে। ছিঁড়ে দেওয়া হয় ফ্লেক্স ও ব্যানার। হামলার খবর পেয়েই রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্রের নির্দেশিত প্রাধী বিশ্বজিৎ পাল। বিষয়টি বারুইপুর পশ্চিম কেন্দ্রের নির্দেশিত প্রাধী বিশ্বজিৎ পাল বলেন,বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভায় হারছে বুঝতে পেরেছে তৃণমূল। এই জন্য একজন টোটে চালককে মেরেছে। টোটে চালকের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা টোটেতে প্রচারের জন্য ভাড়া করেছি তৃণমূল। ওরা বিজেপিকে দমাতে চাইছে।আমি চাই উপযুক্ত শাস্তি হোক ওদের।

কমিয়ে দিই। আমাকে দেবে ওদের কয়েকজন বলেন, দাদা আওয়াজ কতগুণে লাগে। আমি বরেলাম, কমিয়ে দিয়েছি। তখন বলল, বন্ধ করে দিন। আমি ঘুরে মাইক বন্ধ করতে যাব, তখনই থাকেন দৌড়ে এসে আমার ঘৃষি মােক। দুমদাম মােক। তারপর ব্যানার ছিঁড়ে দেয়। গালাগালি করে এ ব্যাপারে বারুইপুর পশ্চিমের বিজেপি প্রাধী বিশ্বজিৎ পাল বলেন,বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভায় হারছে বুঝতে পেরেছে তৃণমূল। এই জন্য একজন টোটে চালককে মেরেছে। টোটে চালকের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা টোটেতে প্রচারের জন্য ভাড়া করেছি তৃণমূল। ওরা বিজেপিকে দমাতে চাইছে।আমি চাই উপযুক্ত শাস্তি হোক ওদের।

ফসল রক্ষার পরামর্শ দলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল

নিজস্বসংবাদদাতা,জলমগর,২৪ এপ্রিলঃ বৈশাখের তীব্র গরমে নাজেহাল বঙ্গবাসী আর এই তীব্র গরমের জেরে কৃষি কাজের ক্ষেত্রেও অনেকটাই অসুবিধা সন্দৃশ্যীন হচ্ছেন কৃষকেরা। গরমের কারণে মাঠে নিজেদের ফসলকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কি কি উপায় অবলম্বন করা যায় সেই পরামর্শ দিল নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান সិবিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল। তিনি বলেন, এখনকার তীব্র দাবদহের মধ্যে কখনো ৪০ ডিগ্রি কখনও বা তারও বেশি তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রি নাগত করতে পারে, গত কয়েক বছরে বঙ্গ্দে এই ধরনের গরম পড়তে দেখা যায় নি। যদিও কয়েকদিন আগে দক্ষিণবঙ্গে গভীর নিম্নচাপের কারণে আবহাওয়া দফতরে জানিয়েছিল উপকূল এলাকাতে ঘূর্ণিপাকের কারণে বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল বৃষ্টি সেভাবে হয়নি। তার মধ্যেই আবারও তীব্র দাবদহ। আর এই তীব্র

গরমের কারণে জমির ফসল যাতে নষ্ট না হয় সেদিকেই নজর রাখতে হবে। তিনি বলেন, তীব্র গরমে নিজেদের ফসলকে রক্ষা করার জন্য নিয়মিতভাবে লেচ সোচ করতে হবে এমনকি উপযুক্ত পটাশের ব্যবহার করতে হবে। মূলত ১৩০৪৫ এই রাসায়নিক পটাশটি ব্যবহার করলে জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এর পাশাপাশি জমিতে গুলে সেতের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং স্টি ধরে রাখার জন্য অবশ্যই রাসায়নিক সারের ব্যবহার করতে হবে। রাসায়নিক কারণে গাছের গোড়ায় জল ধরে রাখতে সক্ষম হবে। ধান চাের ক্ষেত্রে এবং সবজি চাের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শক্তপোতা ভাড়া তৈরি করতে হবে সাধারণত এই সময় উচ্ছে, নিড়ে, টেন্ডস চাষ হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা নদবন এলাকায়। এইসময় ফসলের ওপরও বিধেয় সুদূরবর্ত দিতে হবে। সু দ্রবন এলাকা এছাড়া পাথরপ্রতিমার অঞ্চলে তুলো চাষ করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪৪ সংখ্যা, শনিবার, ১১ বৈশাখ, ১৪৩৩

মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রাম

মাতৃভাষা রক্ষার সেই ঐতিহাসিক পদযাত্রা। পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। শিকড় রক্ষার দীর্ঘতম লড়াই। পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষা রক্ষার দীর্ঘতম সংগ্রামটি হয়েছিল আমাদের এই মানভূমে। যে লড়াইয়ের শুরু হয়েছিল ১৯১২ সালে, আর চূড়ান্ত রূপ পেয়েছিল ১৯৫৬-তে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও, এক অজুত সিদ্ধান্তে বাংলাভাষী মানভূম ও ধলভূম জেলাসহ ত্যাগ করে গঠন করলেন আঞ্চলিক দল ‘লোকসেবক সঙ্ঘ’। তাঁদের নেতৃত্বে শুরু হল ভাষার মর্যাদা রক্ষার এক আপসহীন সংগ্রাম। ভজহরি মাহাতো লোকমতভায় মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। তিনি ক্ষ্মণ্ডন বিহারী ভাই, তোরা রাইখতে লারবি ডাং দেখাই শিরোনামের টুসু গানটি রচনা করেছিলেন। ২২শে জানুয়ারি লাব্যগ্রভা ঘোষ ও ভজহরি মাহাতো, ২৫শে জানুয়ারি সমরেন্দ্রনাথ ওঝা, কালীরাম মাহাতো ও ভাবিনী দেবী স্বৈচ্ছায় কারাবরণ করেন। আন্দোলনের প্রধান মুখ অভুলচন্দ্র ঘোষকে বন্দি করা হয়। বিচারধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন রাঘব চর্মকার। নানা ছন্দে, বর্ণে প্রোথিত প্রতিবাদী টুসু লোকগানগুলো হয়ে ওঠে প্রবল জনপ্রিয়। কৃষক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সব পেশার মানুষের গানে প্রকাশ পায় প্রতিবাদের সুর। এর মধ্যেই পুলিশ ফেঞ্চরয়ারি ও মার্চ মাসে টুসু দলের ৪০ জন সত্য্যগ্রহীকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ ১১ মার্চ মধুপুর গ্রামের লোক সেবক সংঘের অফিস ভাঙচুর করে, এবং প্রচুর টুসু গানের বই বাজেগুও করে। এছাড়া, সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে ২১শে মার্চ মানবাজারের পিটাদারী গ্রামে সত্য্যগ্রহীদের বাড়িয়ের ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়। মানভূমের বাঙালিদের বিরুদ্ধে চালানো হয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাকার ও অপপ্রচার। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে এক অভূতপূর্ব দূশের সাক্ষী হয়েছিল পৃথাক পৃথাক পরিবারের গ্রাম। ২০ এপ্রিল ১৯৫৬, এখান থেকেই ১,০২৫ জন (মতান্তরে ১,০০৫ জন) সত্য্যগ্রহী পায়ে হেঁটে কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাঁদের কণ্ঠে ছিল মাতৃভাষা রক্ষার প্রাণের দাবি আর মতে মতে ফিরিাল আবেগমখা টুসু গান। হত্যার অদম্য সাক্ষী হয়েছিল পৃথাক পৃথাক টুসু গাটি দেওয়ার সেই পন্যাত্রা ভারতের ইতিহাসে আজও বিরল। অবশেষে ১৯৫৬ সালে গণ্যদাবির মুখে নভিস্বীকার করতে বাধ্য হয় ভারত সরকার। মানভূম জেলা বিভক্ত করে তৈরি হয় বর্তমানের পূর্বলিঙ্গা জেলা, যা পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সংযুক্ত হয়। জয় হয় মাতৃভাষার, পূর্ণতা পায় বছরের পর বছর ঘরে চলা দীর্ঘ লড়াই।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ভক্ত উত্তম

সঙ্গীতসম্রাট ওস্তাদ বড়েন্ডুলাম আলি খান সাহেবের প্রায়গ দিবসে তাঁর স্মৃতিসুরভিত একটি ছোট্ট মিষ্টি ঘটনা। এই উপমহাদেশে বড়ৈ গুলাম আলি সাহেবের শপথ্য ভক্তের মাধ্যা একজন ছিলেন আমাদের মহানায়ক উত্তমকুমার। কলকাতায় ওস্তাদজির কোনো অনুষ্ঠান থাকলে শত ব্যস্ততার মাঝেও শ্রোতার আসনে দেখা যেতো তাঁকে। ওস্তাদজিও উত্তমবাবুকে সঙ্গীতের একজন প্রকৃত সমঝদার মনে করতেন এবং ভীষণ ভালো বাসতেন। একবার বড়ৈ গোলাম আলী কলকাতায় এসেছেন, উঠেছেন থিয়েটার রোডের একটি বাড়িতে। খবরটি পেয়ে একদিন সকালে উত্তমকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। ওস্তাদজি তখন রেওয়ারজ করতে বসেছেন। রোয়াজ করার সময় তাঁর সাথে বাক্যলাপ করা নিষিদ্ধ। কলকাতার রেশ করয়েকজন কেউকটা ব্যক্তি নীরবে তাঁর সামনে মাটিতে বসে গান শুনছেন। উত্তমকুমারও চুপচাপ ঘরে ঢুকে নমস্কার করে একটু দূরে বসলেন। ওস্তাদজি কিন্তু ঠিক দেখতে পেয়েছেন ওনাকে। তখন তিনি ‘জৈনপুরী’ রাগে একটি আলাপ গাইছিলেন, গান থামলেন না, কিন্তু হাসিমুখে ওই সুরেই গেয়ে গেয়ে বলতে লাগলেন, আদাব অর্জ হ্যায় উত্তমজি! উতর্না দূর কিউং আপ মেরে করীব আকে বহঁইয়ে! আহঁয়ে! ওঁর নজদিক আহঁয়ে। মেরে পাস, ইয়াহা তারিসফ রাথিয়ে জনাব! উত্তমবাবুও এমন সুরেলা আভর্ধানা পেয়ে আশ্চুত হাঁসি হেসে তাঁর ঠিক সামনেটাগি গিয়ে বসলেন। ব্যাপার স্যাপার দেখে উপস্থিত কুলিন শ্রোতারাও চমৎকৃত! ওস্তাদজি কলকাতায় থাকাকালীন, একবার ওনাকে নিজেদের Lunar Club এর অনুষ্ঠানে ও গাওয়াতে নিয়ে গেছিলেন মহানায়ক। তখনকার দিনে, একহাজার এক টাকা আর একহাজার আটটি এলায়ের মালা দিয়ে তাঁকে বরণ করে নিয়েছিলেন উত্তম পত্নী গৌরী দেবী। বাংলার আধুনিক গানের মঞ্চ থাকলেও উত্তমকুমার ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি হাতে সময় থাকলে রাত জেগে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্ত্রীনে অংশ গ্রহণ করে রাত জেগে গান শুনতেন। তিনি তাঁর বড় প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায় যে ‘আপস্টিম ফিরিস্গী’ ছবিতে। তিনি সেখানে যেভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সুরে তাল মিলিয়ে গেয়েছেন বা গলা দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে তিনি সিনেমায়া নির্জেই গানটি গাইছেন। আসলে সঙ্গীতের প্রতি একটি বড় টান ছিল উত্তম কুমারের। সেই কারণে সময় থাকলে রাভের বেলায় বাড়িতে হারমোনিয়াম নিয়ে নিজের মনে একের পর একটি গান গেয়ে যেতো। রবীন্দ্র সঙ্গীত থেকে শুরু করে নাকরুল গীতি এবং অভুল প্রসাদ থেকে শুরু করে রজনীকান্ত সেনের গানও তিনি গাইতেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূল বলতেন, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানবতার প্রতীক। তিনি মানুষের স্বাধীন চিন্তার করার অধিকারকে স্থান দিয়েছিলেন।

সাধক বামাক্ষ্যাপা



রোমের সঙ্গে ভারতের সরাসরি ব্যবস্থান না থাকলেও মিশর দেশে মারফৎ ভারতীয় পণ্য রোমে যেত। ভারতীয় বস্ত্র পণ্য থেকে শুরু করে মশলার দান ছিল রোমে। রোমের রাজার ভারতীয় মশলা দিয়ে তাদের খাবার প্রস্তুত করতো। মিশরে যেত ভারতীয় বস্ত্র। ভারতীয় মশলা মিশর হয়ে উইউরোপের নানা দেশে যেত। মিশরের ব্যবসারদের সঙ্গে উইউরোপের যোগ ছিল। মিশরের ব্যবসাদাররা ভারতীয় পণ্য নিয়ে যেত গোটা উইউরোপে। সেখানে তার ভারতীয় পণ্য বিক্রি করে লাভ করতো। আফগানিস্তানের ব্যবসাদাররা। ভারতের সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা ছিল মিশরের। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’-এর সম্পাদক কৃষ্ণদাস

রবীন্দ্রকুমার শীল (বাংলার নিতীক সাংবাদিক এবং সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। সেইসময়ে এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। তখন বাংলার পত্রিকা প্রকাশ করাটা খুবই কঠিন ছিল। ব্রিটিশ সরকার এই সব পত্র পত্রিকার ওপরে নজর রাখতে শুরু করে। ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ দাস পাল রক্ষণশীল হলেও তিনি উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আজকে তাঁর বিশাল একটি শব্দের পাথরের মর্মমূর্তি রয়েছে মহাত্মা গান্ধি এবং কলেজ



স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে। সেই স্থানটিতে এখন হকাররা ঘিরে থাকার ফলে ভালো করে পুখারিরা এই মহান ব্যক্তিতিকে ভালো করে দেখতে পায় না এই মূর্তি। কিন্তু এক সময়ে বাংলার দাপটে ব্যক্তিত্ব ছিলেন কৃষ্ণ দাস পাল। আজকে এই সব বাংলার হারিয়ে যাওয়ার ব্যক্তিত্বরই এক সময়ে বাংলার সন্মানকে সবার উচ্ছে মেনে ধরেছিলেন।ইংরেজ সরকার পর্যন্ত কুনিশ করতে দ্বিধাবোধ করতো না এই সব প্রভাব প্রতিপত্তি বাংলার পণ্ডিত ব্যক্তিত্বের সামনে।বাঙালি পণ্ডিত সমাজকে সন্মান দিয়ে গিয়েছে ইংরেজ সরকার। বহু দেশ ইংরেজ সরকারের থাকলেও ভারতে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ করতে পেরেছিল একমাত্র ইংরেজ সরকার।ইংরেজরা ভারতে আসার ফলে ভারত আধুনিক সভ্যতায় শিক্ষিত হয়। এই কথা বারবার স্বীকার করতেই কৃষ্ণ দাস পাল। যদিও তিনি ইংরেজ সরকারের অনা্যয় দেখতে তার প্রতিবাদ করতেন। ভার্নাকুলার প্রেস আন্ড জরি করে বাংলা ভাষার পত্র পত্রিকার ওপরে নিষেধাজ্ঞা কারি করতে ইংরেজ সরকার উদ্যোগী হলে তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ (১৮৫৩) পত্রিকার পুস্তকপাষক ছিলেন। এই পত্রিকার সাংবাদিক এবং সম্পাদক হিসাবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। তিনি সেই সময়ে বাঙালী হয়েও ইংরেজি

পত্রিকা প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তিনি কেবলমাত্র সাংবাদিক হিসাবেই সুনাম অর্জন করেননি, সংবাদপত্র পরিচালনার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর আমলে ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকাটি অনেক বেশি প্রসার এবং সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। ‘হিন্দু পেট্রিয়ট’ পত্রিকার প্রতিযোগী পত্রিকার সম্পাদক জর্জ স্মিথ সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদাস পালের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছিলেন। তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে কৃষ্ণদাসের সংবাদ পরিবেশন করার

কাউ সিল। তিনি ইংরেজ ভাষাবিদদের মাথা একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন অসাধারণ স্বচ্ছ এবং সাবলীল ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। সেই সময়ে বহু ইংরেজ পণ্ডিতেরা মনে করতেন কৃষ্ণদাস পাল যদি ব্রিটেনে জন্ম গ্রহণ করতেন তাহলে তিনি একজন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক হতে পারতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে কৃষ্ণদাস পাল সরকারের পক্ষে থেকে বিদ্রোহের মুখ্য ভূমিকায় মিস্টার গ্র্যান্ট যেভাবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে কর্তব্য সমাপন করেছিলেন ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন। মিস্টার গ্র্যান্টের স্মৃতি রক্ষার্থে যে কমিটি তৈরি করা হয়েছিল সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণ দাসকে সহকারী সম্পাদক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। সেই সময়ে কলকাতার পণ্ডিত মহোদয় কিন্তু সিপাই বিদ্রোহকে সমর্থন করেনি। তার একটি মাত্র কারণ তারা মনে করতেন ইংরেজ শাসকেরা এদেশে থাকার ফলে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। এই সময়ে সিপাই বিদ্রোহকে সমর্থন করা মানেনই আবার ভারতের সেই প্রাচীন শাসকদের হাতে বন্দি করে হওয়া। সেটা কিন্তু কলকাতার পণ্ডিত সমাজ একেবারে গ্রহণ করতে পারেনি। সেই কারণে তারা সিপাহী বিদ্রোহ কালে ইংরেজদের পক্ষে থেকেছে এবং সমর্থন দিয়েছে। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে ইংরেজ শাসকেরা থাকার খুবই প্রয়োজন রয়েছে সেটাও অনুভব করতে পেরেছিলেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। তিনিও সিপাহী বিদ্রোহকে কতখানি মনে প্রাণে নেনে নিয়েছিলেন তা নিয়ে আজও যথেষ্ট তর্কবিতর্ক রয়েছে। তবে কৃষ্ণদাস পাল জন পিটার গ্র্যান্টকে একটি কারণে প্রশংসা করেছিলেন সেটা হচ্ছে তিনি লর্ড ক্যানিংয়ের পক্ষেও অনুসরণ করেননি। লর্ড ক্যানিং চেয়ে ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে যারা অংশ গ্রহণ করেছে এবং নায়কদের ওপরে কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করতে। কিন্তু জন পিটার গ্র্যান্ট তাঁর বিজ্ঞ দূরদৃষ্টির মাধ্যমে তিনি লর্ড ক্যানিংকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন দমন নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এবং সে ব্যাপারে তিনি লর্ড ক্যানিংকে নিরস্ত করেন। ১৮৬৬ সালে উড়িশায় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস ও মহামারি দেখা দিলে কৃষ্ণদাস পাল সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেখানকার দুর্ভিক্ষের সঠিক চিত্র প্রকাশ করেন। সেই সময়ে ‘ইংলিশমান’ এবং শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত ‘দ্য ফ্রেন্ড অব ইণ্ডিয়া’ পত্রিকাতেও এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি সেখানে সরকারি উদাসিন্যের অভিযোগও করেছিলেন। সরকারের নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদ করে যেভাবে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সবাই অবাক হয়ে যায়। সরকারের প্রতিভূ হয়ে কৃষ্ণদাস পাল ইংরেজ

প্রতিকূলতার অন্ধকার ভেদ করে সাফল্যের প্রভাতের উদয়

চিত্তজিৎ দত্ত

প্রতিকূলতার অন্ধকার ভেদ করে; বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে উঠে আসা অদম্য স্বপ্নের আলোকরেখা। প্রতি বছর বোর্ড পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিনটি যেন এক বিশেষ আবেগের দিন। টেলিভিশনের পর্দা, সংবাদপত্রের পাতা, সোশ্যাল মিডিয়ার টাইমলাইন; সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সাফল্যের গল্প। প্রথম দশে কারা, কে কত নম্বর পেলে; এইসব তথ্যের পাশাপাশি আর একটি বিষয় অধিকার করে আমাদের মনোযোগ কেড়ে নেয়। সেটি হল সেইসব ছাত্রছাত্রীদের গল্প, যারা জীবনের কঠিনতম প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। তারা শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করেনি; তারা প্রমাণ করেছে, সাহস, অধ্যবসায় এবং দৃঢ় মানসিকতা থাকলে জীবনের কঠিনতম বাধাও অতিক্রম করা যায়। এই গল্পগুলি আমাদের কাছে নতুন নয়, তবুও প্রতি বছর এগুলি নতুন করে অনুপ্রেরণা জোগায়। কারণ প্রতিটি গল্পের পেছনে থাকে আলাদা আলাদা যন্ত্রণা, আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি। কােখাও দরিদ্রতার সঙ্গে লড়াই, কোথাও পারিবারিক সংকট, কোথাও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, আবার কোথাও সামাজিক অবহেলা। কিন্তু এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তারা হার মানেনি। বরং সেই প্রতিকূলতাকেই শক্তিতে পরিণত করে এগিয়ে গেছে।

থামের এক প্রান্তিক পরিবারে জন্মানো সেই মেয়েটির কথা ভাবুন, যার বাড়িতে পড়াশোনার জন্য আলাদা ঘর তো দূরের কথা, ঠিকমতো আলোও নেই। রয়েছে অভাব, সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিনিয়ত লড়াই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এইসম প্রতিযোগিতার মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায়, পিছিয়ে পড়া অংশ থেকেই উঠে আসে সবচেয়ে উজ্জ্বল সাফল্যের গল্প। এখানেই প্রশ্ন ওঠে; সাফল্যের আসল মাপকাঠি কি? শুধুমাত্র নম্বর, না কি সেই অসম্মত পরিবেশের সংগ্রাম? যদি আমরা গভীরভাবে বিচার করি, তবে বুঝতে পারব, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে সাফল্য অর্জিত হয়, তার মূল্য অনেক বেশি। কারণ সেখানে শুধুমাত্র মেধা নয়, রয়েছে মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং অবিচল ইচ্ছাশক্তি।

তবে এইসব গল্পের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কঠিন প্রশ্নও। কেন এখনও এমন অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে, যারা মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত? কেন তাদের পড়াশোনার জন্য পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই? কেন তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা এতটাই দুর্বল যে পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের কাজ করতে হয়?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা অত্যন্ত জটিল। কারণ আমরা যদি শুধুমাত্র সাফল্যের গল্প শুনে আনন্দিত হই, কিন্তু সেই সাফল্যের পেছনের সমস্যাগুলি সমাধান না করি, তবে সেই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। বরং দৃঢ় মানসিকতা থাকলে জীবনের পরিবর্তন আনতে পারি। এখানেই শিক্ষার প্রকৃত শক্তি। এটি শুধুমাত্র বইয়ের জ্ঞান নয়; এটি আত্মবিশ্বাস দেও তোলে, নতুন সম্ভাবনার দর্জা খুলে দেয়, এবং মানুষকে নিজের অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি দেয়। তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে; আমাদের সমাজে

নবদ্বীপ কড়চা ঃ নবদ্বীপ

ভারতের প্রাচীন শিক্ষা কেন্দ্র

বুদ্ধদেব মিশ্র

(নবদ্বীপকে ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিততো ছিল এবং পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপকে আরও সমৃদ্ধশালী করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালের আগে থেকেই নবদ্বীপ ভারতের অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল। চৈতন্য পরবর্তীকালে সুদূর বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ নবদ্বীপে এসে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে

কৃষ্ণচন্দ্র গভীর বনে মৃগয়া করে থাকেন। তখন নদীয়ার এবং কৃষ্ণনগরের আসপাশের অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সব গভীর বনের মৃগয়া করতে ভালোবাসতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন একটি স্থান অতি মনোরম। চারিদিকে নদী। তার মধ্যে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশুপক্ষীর কলবর শোনা যাচ্ছে। রাজা স্থানটি



‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ দর্শন কাব্য লিখেছিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্য দেবের সমনামীয়ক বহু পদাবলী রচয়িতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা চৈতন্য দর্শন এবং লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন এবং তা নিয়ে কাব্য রচনা করে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রূপ, সনাতন গোস্বামী থেকে শুরু করে মুরারী গুপ্ত, নরহরি ঠাকুর, নরহরি সরকার, গোবিন্দ ঘোষ, শিবানন্দ সেন, বাসু ঘোষ এর কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এই সব পদাবলীকারণগ চৈতন্য সময়ে কবি। তাঁরা চৈতন্যদেবকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং প্রত্যক্ষ করেছেন চৈতন্য লীলা। চৈতন্য লীলা প্রত্যক্ষ করেই তারা ‘গৌরপদতরঙ্গিনী’, ‘ভক্তি রত্নাকর’, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন যার মধ্যে

দিয়ে আমরা চৈতন্যদেবের ভাব লীলা এবং তাঁর মাহাত্ম্যের কথা জানতে পারি। ‘বাঙলার কাশী’ বলে কথিত শিবনিবাস মন্দির ও তার অঞ্চলটি নদীয়ার কৃষ্ণগড় থানার অন্তর্গত। ‘শিবনিবাস’ কীভাবে কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় নিবাসভূমি হল তা নিয়ে গল্প কথিত আছে। একদিন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভৃত্যদের জানানেন, তিনি মৃগয়া করতে যাবেন এবং সবাই যেন প্রস্তুত থাকে। আজ্ঞা প্রমাণে সকলে প্রস্তুত হইল। রাজা আজ্ঞা পাওয়া মাত্র সবাই নদীয়ার অশ্বরোহণে করে যাওয়ার রাস্তাকে অনুসরণ করতে থাকে। রাজা

চলুন বাংলার ‘কাশী’তে

শঙ্করলাল কর্মকার

চলুন ঘুরে আসি অর্ধবৎসরেরা নানী ভবানীর গঙ্গাবাস ‘বাংলার কাশী’ বড়নগরে, বর্তমানে সেরা পর্যটন গ্রাম। রানাঘাট থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরে পৌঁছে গোলাম জিয়াগঞ্জে। সেখান থেকে একটি টোটাটো নিয়ে বিখ্যাত বালুচির পৌছোলাম। বেশ জমজমাট ঘাট ফেরি চলাচল করে ওপারে পৌঁছে গোলাম আজিমগঞ্জে। এই আজিমগঞ্জ হলো জৈনদের শহর, পৌরসভার নাম হল জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ। আজিমগঞ্জে থেকে যেতে হয় বাংলার কাশি রানী ভবানীর প্রিয় বড়নগরে। তবে তার বাগানপাশী নামে পরিচিত ছিল। আগে আজিমগঞ্জ শহরের নানা দর্শনীয় স্থান দেখা যেতে পারে। এখানেই রয়েছে নগোলা মন্দির নাহার কোঠারি দুধোরিয়া সহ জৈন ব্যবসায়ীদের প্রাসাদোপম বাড়িঘর। দেখা যেতে পারে মসজিদরূপী জৈন মন্দির বহু চড়া ছবি তো নিম নাথজি মহারাজ মন্দির। তবে আজিমগঞ্জের সেরা দর্শনীয় স্থান অবশ্যই বড়নগর রানী ভবানী যতগুলি মন্দির তৈরি করেছিলেন সবগুলি এখন নেই তা সত্ত্বেও যতগুলি বেঁচে রয়েছে সেগুলি দেখতে গোটা দিন চলে যাবে। এই বর্তমানে যে মন্দিরগুলি সেই হুটিয়ে তোলা হয়েছ, এ ছাড়া সামান্য উত্তর দিকে এগিয়ে গেলে ১৭৬০ সালে নির্মিত একটি চার বালা মন্দিরের রাস্তাহে পৌঁছে যাবেন। মন্দিরটি তিন খেলানযুক্ত প্রবেশপথে চতুষ্কোণ ঘড়রের মধ্যে অবস্থিত। ভিত্তিবেদের উচ্চতা প্রায় দেড় মিটার। এই চার বাংলা মন্দিরের মূল দেবতা শিব ঠাকুর। মন্দিরের গাভ্রে টেরাকোটা নানা প্লেট রয়েছে, নানা অলংকরণের মধ্যেও রয়েছে বেচিত্রা। রামায়ণ এবং মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা টেরাকোটার কাজের মধ্যে দিয়ে আকর্ষণ। টেরাকোটার কাজের জন্যই মূলত বিখ্যাত এই মন্দিরগুলি যা দেখতে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ মুগ্ধিদাবারে যেউ এই থামটিতে ভিড় করেন প্রতিবছর। অষ্টাদশ শতাব্দীতে

নবদ্বীপের নদীয়ার এবং কৃষ্ণনগরের আসপাশের অঞ্চল ছিল গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সেই সব গভীর বনের মৃগয়া করতে ভালোবাসতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন একটি স্থান অতি মনোরম। চারিদিকে নদী। তার মধ্যে রয়েছে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং স্থানে স্থানে অনেক পশুপক্ষীর কলবর শোনা যাচ্ছে। রাজা স্থানটি

পত্রিকা করে দেখলেন যে মৃগয়া করার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। এই অপর্যবস্থিত তিনি বেশ কিছু দিন বিশ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে এখানে একটি পুরী নির্মাণ করতে হবে। রাজ্যদেশ পেয়ে দূত পাত্রকে আনল। পাত্রকে দেখে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জানানলেন, এই স্থানে একটি সুন্দর পুরী নির্মাণ করতে হবে। সেখানে কারো কোনও নিষ্পা করা হবে না। পাত্র রাজাকে বললেন, ‘মহারাজ আপনি রাজধানীতে ফিরে যান। যখন পুরী নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হবে তখন আপনি এসে সেই পুরী দর্শন করবেন। পাত্রের কথা রাজি হয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজধানী কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন। এবারে পাত্র সেখানে পুরী নির্মাণ করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। চারিদিকে নেন্দী থাকায় একটি গড় নির্মাণ করা হল। দক্ষিণ দিকের নদীকে বন্ধন করে প্রধান পথ করা হল এবং সৈন্যদের কোষার ব্যবস্থা করা হল। গড়ের সামনে বড় বড় কামান রাখা হল যাতে করে কোনও শত্রু হঠাৎ করে প্রবেশ করতে না পারে। সেই পুরীর নাম রাখা হল ‘শিবনিবাস’। এবং শিবের বাসস্থান হিসাবেও এই নতুন মৃগয়া প্রভাস নাম রাখা হল ‘শিবনিবাস’। নদীর নাম রাখা হল ‘কঙ্কনা’। এই নদী আসলে চুণী। শিবনিবাসে শিবমন্দির ছাড়াও রয়েছে একটি রামসীতার মন্দির।

যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অন্তরের প্রজ্ঞা মিলিত হয়ঃ নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী পরিষেবার লক্ষ্যে উচ্চ-প্রযুক্তি এবং নৈতিক ভবিষ্যত গড়ছে ইস্টার্ন রেলওয়ে

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ইনস্টিটিউট অফ লজিস্টিকস অ্যান্ড মেটেরিয়ালস



ম্যানেজমেন্ট (IRILMM)-এর কলকাতা চ্যাপ্টার আজ ইস্টার্ন রেলওয়ের সদর দপ্তর, ফ্লোরালি প্লেসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারের মূল আলোচ্য বিষয় আইআই (AI) যুগে ‘সাপ্লাই চেনেজ ম্যানেজমেন্টের’ ভবিষ্যত। এই অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন

হিলেন। ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজার তথা IRILMM-এর চেয়ারম্যান সন্দীপ শুক্লা। সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তিনি রেলওয়ে কার্যক্রমে আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের নিরন্তর প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। বরণ অনুষ্ঠানে মিলিন্দ দেউস্কর এবং সম্মানিত অতিথি স্বামী সর্বোত্তমানন্দ জি-কে শাল ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। জেনারেল ম্যানেজার স্বামীজিকে একটি স্মারক রেল ইঞ্জিনও উপহার দেন। মূল বক্তব্যে ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর বলেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এইআই গ্রহণ করা রেলওয়ের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ, বিশেষ করে সরবরাহ এবং সরঞ্জাম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে। এর মাধ্যমে অপচয় কমানো যাবে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ঠিক সময়ে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। এই উচ্চ-প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার ফলে সরাসরি যাত্রীরা উপকৃত হবেন ট্রেন রক্ষণাবেক্ষণ

ব্যবস্থা কখনওই মানবিক মূল্যবোধ এবং জনসেবাকে ছাপিয়ে না যায়। এই আধ্যাত্মিক ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়ের পর একটি বিস্তারিত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে আধিকারিকরা রেলওয়ে পরিকাঠামোতে এই নতুন ধারণাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের শেষে সিএমএম / ওয়াগন তথা IRILMM-এর অস্থায়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দিনটির গুরুত্ব তুলে ধরে ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক এবং IRILMM-এর সম্পাদক শিবরাম নায়ি জানান যে, এই সেমিনারটি একটি আধুনিক এবং যাত্রীবান্ধব ব্যবস্থা তৈরির লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জেনারেল ম্যানেজারের দলের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং স্বামী সর্বোত্তমানন্দ জি-র নৈতিক নির্দেশনায় ‘মেলবন্ধনে’ ইস্টার্ন রেলওয়ে এমন এক ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেখানে প্রযুক্তি ভ্রমণকে সবার জন্য নিরাপদ ও আরও কার্যকর করে তুলবে।

সুযোগ খুঁজছেন। কিন্তু নতুন নীতির ফলে সেই সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকের মত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়ানো হয়, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ কম। ফলে ভাষা শেখার উদ্দেশ্যই অনেক সময় অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বিদেশি ভাষার শিক্ষকরা। যদিও আপাতত তাদের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিছু স্কুল ইতিমধ্যেই তাদের অন্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে তারা বিকল্পভাবে তুলে ধরতে পারেন। সিবিএসই জানিয়েছে, এই নীতি ধাপে ধাপে কার্যকর করা হবে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। তবে এখনও সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক তৈরি না হওয়ায়, আপাতত স্থানীয়ভাবে পাওয়া বই বা শিক্ষামন্ত্রী ব্যবহার করে পাঠদান শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, নতুন তিন ভাষা নীতি একদিকে ভাষা শিক্ষার কাটাচোয় পরিবর্তন আনলেও, অন্যদিকে তা যিরে তৈরি হয়েছে। নানা প্রশ্ন ও উদ্বেগ-যার প্রত্যয় পড়তে পারে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপরেই।

পাণ্ডুয়ার দাসপুর পঞ্চায়েতের দাতসর গ্রামে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ এপ্রিল : শুক্রবার প্রচারে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া বিধানসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা। বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। নির্বাচনের মুখে তৃণমূলকে কটাক্ষ সিপিএম, বিজেপি। এ দিন সকালে পাণ্ডুয়ার দাসপুর পঞ্চায়েতের দাতসর গ্রামে প্রচারে যান তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী। সেই সময়ে গ্রামের কিছু বাসিন্দা প্রার্থীকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের ৫০ মিটার রাস্তার কাজ হয়নি, অথচ দেখা যাচ্ছে খাতায়-কলমে কাজ হয়ে গেছে। বর্ষা এলেই এক হাঁটু করে জল জমে যায়। হাটচালা করা যায় না। নিকার্ষি না থাকায় বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যায়। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। দিনে তিনবার জল দেয় কিন্তু সেটাও বন্ধ ছিল। ভোটারদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনেই পঞ্চায়েতের প্রধানকে তাকে পাঠান তৃণমূল প্রার্থীর সমীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘ দেখছি কোথাও পানীয় জলের সমস্যা আছে, কোথাও রাস্তার সমস্যা রয়েছে। এটা বিস্ফোতন মনে, গ্রামবাসীরা তাদের অভিযোগ জানাচ্ছে। রাস্তাটা কেন হয়নি? একটা অংশ কেন বাকি রয়েছে? পঞ্চায়েতের প্রধানের দেখার কাজ। তাদের উপরে আমি তদারকি করব। আমি ওঁদের অভিভাবকের মতো। তারা আমাকে আবাদের সুবে বলেছেন।’ পঞ্চায়েতের প্রধান করুণা ক্ষেত্রপাল বলেন, ‘এই রাস্তা আমার পাড়া, আমার সমাধান কর্মসূচিতে ধরা রয়েছে। ভোট মিটেলেই এই রাস্তার কাজ করা হবে।’ যদিও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধী শিবির। পাণ্ডুয়ার সিপিএম প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, ‘গোটা ব্লকের রাস্তা, পানীয় জলের অবস্থা বেহালা। মানুষ আর তৃণমূলকে বিশ্বাস করে না। ১৫ বছর ধরে এরা ‘শুধু কটামনি খেয়েছে।’ বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার বলেন, ‘সোনার পাণ্ডুয়াকে শেষ করে দিয়েছে। মানুষের সঙ্গে রাজনীতি করছে। রাস্তা যেমন ধ্বংসের পথে গিয়েছে, মানুষকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে।’

‘ডাক্তারকে না জানিয়েই প্রসব করান নার্স’, সদ্যোজাতর মৃত্যুতে বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : হাসপাতালে সদ্যোজাতর মৃত্যু নিয়ে উত্তেজনা। প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসককে না জানিয়েই ঘরোা এক নার্স প্রসব করিয়েছেন। প্রযুগে প্রাণে এক নার্স সেই সময় গিয়েছিলেন। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাতর। অভিযুক্ত নার্সদের শাস্তি ও বদলির দাবি জানিয়েছে প্রসূতির পরিবার। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে। অন্যদিকে, ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন এক নার্স। চিকিৎসককে যে প্রসবের কথা জানানো হয়নি, সেকথা স্বীকার করে নেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি এলাকার রিয়া মণ্ডল নামে এক প্রসূতিকে সাভেলেবরিল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রসূতি পরিবার জানায়, রাত ১টার সময় প্রসূতিকে ওই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ৩টা নাগাদ সন্তান প্রসব হয়। তারপরই সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়। প্রসূতি রিয়া মণ্ডলের স্বামী শুভদীপ মণ্ডল বলেন, প্রসবের সময় ডাক্তারকে খবর দেননি কতবারত নার্স। তারা নিজেরাই সন্তান প্রসব করান। দিনিয়ার নার্স ঘুমিয়ে ছিলেন। জুনিয়ার একজন নার্স সন্তান প্রসব করান। নার্সদের একাধিকবার ডাক্তারকে খবর দেওয়ার কথা বলেলেও তারা করপাত করেননি। তার জেরেই তার সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। একই অভিযোগ করেন প্রসূতির বাবা তরন মণ্ডল। তিনি বলেন, নার্সদের জন্য আমার জেনির কোল খালি হল। এরকম কাজ মায়ের কোল খালি হয়েছে মনে। নার্সদের শাস্তি ও বদলি চাই। হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান তারা। চিকিৎসককে যে খবর দেওয়া হয়নি, তা স্বীকার করিয়েছেন সুমিতা গড়িয়া নামে হাসপাতালের এক নার্স। তিনি বলেন, কোন (অন্য নার্স) যে সময় রোগীণীকে দেখছিল, তখন আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। ফলে আমি দেখতে পারিনি। ও তাদ্রাহুতো করে দেখে ভর্তি করে নিয়েছিল। স্যারকে (চিকিৎসককে) জানানো হয়নি। পরে আমি জেনেই স্যারকে জানাই। স্যার এসে দেখেন, বাচ্চাটা মৃত। আর জন্য আমরা দুঃখিত। এই ভুল আর কোনওদিন হবে না।

খানাকুলে বিজেপির জনসভায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সুশান্ত ঘোষের পক্ষে প্রচার জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ এপ্রিল : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে খানাকুলে প্রচারে জোর বাড়িয়েছে বিজেপি। রবিবার বিজেপি প্রার্থী সুশান্ত ঘোষের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় উপস্থিত ছিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শুক্রবার দলীয় সূত্রে জানা

গেছে, জনসভাকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই এলাকায় কবী-সমর্থকদের ব্যাপক জমায়েত লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল করে সভাস্থলে পৌঁছেন বিজেপি সমর্থকরা। সভামঞ্চ থেকে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন।

পাশাপাশি, তিনি সুশান্ত ঘোষকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান। অন্যদিকে, প্রার্থী সুশান্ত ঘোষ স্থানীয় সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়ে

খরিফ মরসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ করেছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৪ এপ্রিল : রাজ্য সরকার চলতি খরিফ মরসুমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে এখনো পর্যন্ত ৪৮ লক্ষ ৬০ হাজার ম্যাট্রিক টন এর বেশি ধান সংগ্রহ করেছে। আজ বিকাল পৌনে ২৭ লক্ষ ৪ হাজার ২৮৫ জন কৃষকের কাছ থেকে মোট ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৭৮১ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে খ্যাত ও সরবরাহ দপ্তরের তারফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াকরণের জন্য খাদ্য দপ্তরের নিবন্ধিত ৫৪৮ টি চালকল সমপরিমাণে ধান পাঠানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য গত নভেম্বর মাস থেকে রাজ্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবার ৬৪ লক্ষ ম্যাট্রিক টন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে ইভিএম লুট করার অভিযোগ, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দীগ্রাম, ২৪ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামের - মহম্মদপুর মাদ্রাসা বুথের ঘটনা। নন্দীগ্রাম-১ নম্বর ব্লকের মহম্মদপুর মাদ্রাসায় সাদারিন নিরীয়ে ভোট হয়েছে। কিন্তু ইভিএম নিয়ে যাওয়ার ঠিক আগের মূহুর্তে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একটি গাড়িতে ২ জন যুবক হাজির হয় ওই বুথে। তারা নিজেদের নির্বাচন কমিশনের লোক পরিচয় দিয়ে ইভিএম নিয়ে যেতে চান। তাদের কথায় সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয়রা পরিচয় জানতে চায়। তারা সঠিক পরিচয় না দেওয়ায় ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কান্দানে গ্যাসের শেল ফাটায়। তাতে এক মহিলা জখম হয়েছেন বলে জানা গেছে। ঘটনার জেরে নন্দীগ্রাম - চণ্ডীপুর রাজ্য সভকের রতনপুর বাস স্টপে স্থানীয় হরিপুর এলাকার বিজেপি কর্মী অর্থলোভা পথ অবলোভ করেন। তৃণমূলের তমলুক সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুজিত রায় বলেছেন, ‘ইভিএম লুট করার জন্য বিজেপির লোকজন - মহম্মদপুর মাদ্রাসা বুথে গিয়েছিল। জানা যায়, তারা বিজেপি নেতা মেঘনাদ পালের নিরাপত্তারক্ষী। আসলে শুভেন্দু অধিকারী হেরে যাবেন বুথে গেছেন। তাই ইভিএম নিয়ে চেষ্টা করেছেন। এই ঘটনার নিন্দা করছি।’ বিজেপি শিবির অবশ্য এই ঘটনাকে তৃণমূলের জুলুমবাজির অভিযোগ বলছে।

ময়নায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে রণক্ষেত্র এলাকা, আহত একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৪ এপ্রিল : পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ময়না এলাকায় ভোট মিটলেও আশান্তি থামার লক্ষণ নেই। নির্বাচনের পরের দিন শুক্রবার ময়নার বকচারা সান্তলা পুল এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে দফার দফায় সংঘর্ষে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থক আহত হয়েছেন, যাদের বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তৃণমূল সমর্থকদের অভিযোগে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিজেপি আশ্রিত দুচ্ছত্রী তাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙুর চালায়। এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানানো হলেও শুক্রবার সকালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। তৃণমূল কর্মীদের দাবি, এদিন সকালে প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন বিজেপি সমর্থক এলাকায় ঢুকে লাঠি, রড নিয়ে হামলা চালায় এবং বারি মহিলাদের হেনস্থা করেন। এই ঘটনায় চারজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে ময়না ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অন্যদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে পাঁচটা অভিযোগ করা হয়েছে। বিজেপি কর্মীদের দাবি, তারা এলাকায় শান্তভাবে বসেছিলেন, সেই সময় স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও তাঁর স্ত্রী দলবল নিয়ে তাঁদের ওপর চাও হন। লোহার রড দিয়ে মারধর করার ফলে তাঁদের তিন জন কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি গেরুয়া শিবিরের। আহতদের মধ্যে এক বিজেপি কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং এলাকায় পুলিশি টহল চলছে। দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে এবং পুলিশ পুরো ঘটনার দস্তন্ত শুরু করেছে।

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে কাঁকসার অজয় সেতুতে কড়া নাকা চেকিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২৪ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে শুক্রবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসায় নিরাপত্তা বাহিন্য জোরদার করতে ব্যাপক নাকা চেকিং শুরু করেছে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশন। বীরভূম থেকে গলসি বিধানসভার সংযোগগন্ধ বিদ বিহারের জয়দেব সেতুতে ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা।

এই গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার যানবাহন পশ্চিম ও পূর্ব বর্ধমানসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাতায়াত করে। ফলে নির্বাচনের আগে এই এলাকাকে বিশেষ নজরদারির অওতায়ে আনা হয়েছে। চারচাকা গাড়ি ও বাইকের ডিকি খুলে তল্লাশি

চলানো হচ্ছে এবং যাত্রীদের নাম-টিকানা যাচাই করা হচ্ছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনও ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বা অবৈধ সামগ্রী পরিবহন বরাদ্দন্ত করা হবে না। বিশেষ করে নগদ অর্থ, মদ বা প্রলোভনমূলক সামগ্রী প্যারর রুখতেই এই কাজ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ২৯ এপ্রিল এই এলাকায় ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে গোটা এলাকাভূতে নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে গোটা প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত রাখা হচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি।

বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিস্টো বাজারের জন্য ইনস্টিটিউশনাল-গ্রেড ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট অবকাঠামো চালু করল বিটডেল্টা ইন্ডিয়া

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : নিরাপত্তা-প্রাধান্য এবং ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম বিটডেল্টা ইন্ডিয়া আজ ভারতে তারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ঘোষণা করেছে। ফিন্যান্সিয়াল ইন্সটিজেন্স ইউনিট-ইন্ডিয়া (FIU-IND)-এর অধীনে ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে নিবন্ধিত এই সংস্থা আরও নির্মাণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার স্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বাজারে প্রবেশ করেছে। ভারত বিশ্বব্যাপী অন্যতম বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধমানীল ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট বাজার গুলির মধ্যে একটি, যেখানে আনুমানিক ১১৯ মিলিয়ন নিবন্ধিত ব্যবহারকারী রয়েছে এবং ট্রায়ার-২ ও ট্রায়ার-৩ শহরগুলো থেকে অংশগ্রহণের হার ক্রমশ বাড়ছে। বাজারের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র অ্যাক্সেস-নির্ভর গ্রহণযোগ্যতা থেকে আস্থা-নির্ভর অংশগ্রহণের দিকে একটি স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যেখানে ব্যবহারকারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে প্ল্যাটফর্মের নির্ভরযোগ্যতা, নিরাপত্তা এবং গভার্ন্যান্স কে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। লঞ্চ প্রসঙ্গে বিটডেল্টা ইন্ডিয়ার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মি. বিকাশ এম সচদেব বলেন, ভারতের ভার্চুয়াল ডিজিটাল অ্যাসেট বাজার এখন একটি আরও পরিণত পর্যায়ে প্রবেশ করেছে, যেখানে অংশগ্রহণ ক্রমশ আস্থা, কাঠামো এবং দীর্ঘমেয়াদি নির্ভরযোগ্যতার উপর নির্ভর করেছে। এই পরিবর্তনকে সামনে রেখে বিটডেল্টা ইন্ডিয়া গড়ে তোলা হয়েছে - একটি সিকিউরিটি- প্রথম অর্কিটেকচার, শৃঙ্খলাবদ্ধ অবকাঠামো এবং কমপ্লায়েন্স- নির্ভর পদ্ধতির মাধ্যমে, যা ব্যবহারকারীদের সময়ের সঙ্গে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। এই এক্সচেঞ্জটি স্পস্ট এবং ডেরিভেটিভস মার্কেট জুড়ে একটি একীভূত, INR- নির্ভর ট্রেডিং পরিবেশ প্রদান করে, যা একটি উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন ও অতি-নিম্ন ল্যাটেন্সি ম্যাচিং ইঞ্জিন দ্বারা পরিচালিত-যা বাজারের অস্থিরতার সময়ে ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য নকশা করা হয়েছে। এটি উন্নত ব্যবহারকারীদের জন্য API-ভিত্তিক অ্যাক্সেস, নতুন অংশগ্রহণকারীদের জন্য কাঠামোবদ্ধ অনবোর্ডিং এবং সমস্যা সমাধান ও ধারাবাহিকতার সময়ে কেন্দ্রীভূত ২৪৭ গ্রাহক সহায়তা প্রদান করে। বিটডেল্টা ইন্ডিয়ার মূল ভিত্তিতে রয়েছে একটি বহুমাত্রিক নিরাপত্তা স্থাপত্য, যা সম্পদ সুরক্ষা এবং অপারেশনাল স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউশনাল মানদণ্ড পূরনের লক্ষ্যে নির্মিত। প্ল্যাটফর্মটিতে ফায়ারব্লকস-চালিত MPC কাস্টডি, কোল্ড স্টোরেজ অবকাঠামো, বহুস্তরীয় অনুমোদন নিয়ন্ত্রণ এবং রিয়েল- টাইম ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি নিরাপত্তা কাঠামো হ্যাকেন -এর



হওয়ার আগেই নির্ভরযোগ্যতা প্রদর্শন করে। ভারত বিশ্বব্যাপী অন্যতম শক্তিশালী অংশগ্রহণের ভিত্তি নিয়ে সেই আরও পরিণত পর্যায়ে প্রবেশ করছে। যেহেতু প্রত্যাশা সহজলভ্যতা থেকে জবাবদিহিতার দিকে সরে যাচ্ছে, তাই কাস্টডি, নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং সুশাসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিটডেল্টা ইন্ডিয়া এই শৃঙ্খলাকে কেন্দ্র করেই তৈরি করা হয়েছে, যা ডিজিটাল অ্যাসেট মার্কেটে দীর্ঘমেয়াদি ও নির্ভরযোগ্য অংশগ্রহণকে সমর্থন করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক মানের পরিকাঠামোর সাথে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কাস্টডি সিস্টেমকে একত্রিত করেছে। একটি স্বাধীনভাবে কাঠামোবদ্ধ এবং ভারত-কেন্দ্রিক সভ্য হিসেবে পরিচালিত বিটডেল্টা ইন্ডিয়া, বিটডেল্টার বৈশ্বিক ডিজিটাল অ্যাসেট দক্ষতা, এন্টারপ্রাইজ- গ্রেড প্রযুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক মানসম্পন্ন নিরাপত্তা অবকাঠামোকে কাজে লাগায় একই সঙ্গে এটি তার কমপ্লায়েন্স ও ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা কে স্থানীয় বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। ভারতে ক্রমক্রম শুরুর মধ্য দিয়ে বিটডেল্টা ইন্ডিয়া দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের ওপর গুরুত্বরোপ করেছে-এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, যা ব্যবহারকারীদের পরিবর্তনশীল প্রয়োজা এবং বাজারের গতিশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমাগত বিকশিত হয়। কোম্পানির লক্ষ্য হলো প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভার্চুয়াল ডিজিটাল সম্পদের সঙ্গে আরও ধারাবাহিক, নিরাপদ ও আস্থা ভিত্তিক সম্পৃক্ততার সুযোগ তৈরি করা।

জগদদল বিধানসভায় তৃণমূল না বিজেপি-জানা যাবে ৪ মে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : জগদদল বিধানসভায় চলছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বর্তমানে প্রচারে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দৌড় চালিয়ে যাচ্ছেন । বিজেপির প্রার্থী রাজেশ কুমার তিনিও পেছনের দিকে



রাজনৈতিক নির্বাচনী ময়দানের আবহাওয়ার উচ্চ পারদ ও উষ্ণতার থেকেও অনেক দিগ্ধি বেড়ে গেছে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ময়দান। দেখা যায় রাজনৈতিক উষ্ণতাই মাঠে ময়দানে এবং দরজায় দরজায় নির্বাচনী প্রচারের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদন্য তৃণমূল কংগ্রেসে প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম একেবারেই বিদ্যাম না নিয়ে এবং সময় নষ্ট না করে নির্বাচনী

পড়ে নেই। তিনিও চালিয়ে যাচ্ছেন হাড্ডাহাড্ডি ভোট প্রচার। এই জগদদল বিধানসভায় একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এখানে বামফ্রন্ট বা সিপিএমের প্রার্থী ও কংগ্রেসের প্রার্থীর গায়ে রাজনৈতিক ও নির্বাচনের প্রচারের হাওয়া লাগার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এখানে সমানে সমানে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে একমাত্র বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রসূতির মৃত্যু, বর্ধমানের নার্সিংহোমে ভাঙুরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল : প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বর্ধমান শহরের নবাবহাট বাজিঘাট মোড় এলাকায় একটি নার্সিংহোমে ভাঙুর চলল শুক্রবার সকালে। এর জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ওই নার্সিংহোমে গৃহবধুর শল্যচিকিৎসা করার সময়ে তাঁর অবস্থার অবনতি হয়। এর পরে প্রসূতি এবং তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই প্রসূতির মৃত্যু হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, শুক্রবার সকালে এই খবর ছড়িয়ে পড়লেই নার্সিংহোমে এসে ব্যাপক ভাঙুর চালান রোগীর আত্মীয়েরা। নার্সিংহোমের কর্মীদেরও মারধর করা হয়। অত্যন্ত রোগী ও তাঁদের পরিজনদেরাও পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

বিদেশি ভাষার জায়গায় সংস্কৃত ? সিবিএসই -র নতুন নীতিতে বিভ্রান্ত অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রীরা!

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল : সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (CBSE)-এর নতুন তিন ভাষা নীতি কার্যকর হওয়ার আগেই তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়াদের তিনটি ভাষা পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর স্কুল এডুকেশন (NCFSE) ২০২৬ অনুযায়ী, এই তিন ভাষার মধ্যে অন্তত দু’টি আঞ্চলিক ভাষা এবং একটি বিদেশি ভাষা থাকতে হবে। এই নীতি জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে বাস্তবে এই নীতি কার্যকর করতে গিয়ে বেশ কিছু স্কুল ইতিমধ্যেই বিদেশি ভাষার বিকল্প কমাতে শুরু করেছে। অনেক ক্ষেত্রে ষষ্ঠ শ্রেণিতে জার্মান বা ফরাসির মতো ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত বা আঞ্চলিক ভাষা চালু করা হচ্ছে। কারণ, নিম্নম অনুযায়ী একটিমাত্র বিদেশি ভাষা রাখা যাবে-এবং বেশিরভাগ অভিভাবক ও পড়ুয়াই সেই জয়গায় ইংরেজিকেই বেছে নিচ্ছেন। ফলে অন্য বিদেশি ভাষাগুলির চাহিদা কার্যত কমে যাচ্ছে। এর আগে বিদেশে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা থাকা পড়ুয়াদের মধ্যে জার্মান, ফরাসির মতো ভাষার চাহিদা ছিল যথেষ্ট। এখনও যারা বিদেশে পড়াশোনা করছে, আগ্রহী, তারা এই ভাষাগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার

সুযোগ খুঁজছেন। কিন্তু নতুন নীতির ফলে সেই সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকের মত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাষা শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়ানো হয়, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ কম। ফলে ভাষা শেখার উদ্দেশ্যই অনেক সময় অস্পষ্ট হয়ে যায়। এই পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায় পড়েছেন বিদেশি ভাষার শিক্ষকরা। যদিও আপাতত তাদের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিছু স্কুল ইতিমধ্যেই তাদের অন্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে, যাতে তারা বিকল্পভাবে তুলে ধরতে পারেন। সিবিএসই জানিয়েছে, এই নীতি ধাপে ধাপে কার্যকর করা হবে এবং ২০৩১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। তবে এখনও সব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক তৈরি না হওয়ায়, আপাতত স্থানীয়ভাবে পাওয়া বই বা শিক্ষামন্ত্রী ব্যবহার করে পাঠদান শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে, নতুন তিন ভাষা নীতি একদিকে ভাষা শিক্ষার কাটাচোয় পরিবর্তন আনলেও, অন্যদিকে তা যিরে তৈরি হয়েছে। নানা প্রশ্ন ও উদ্বেগ-যার প্রত্যয় পড়তে পারে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উপরেই।

পাণ্ডুয়ার দাসপুর পঞ্চায়েতের দাতসর গ্রামে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ এপ্রিল : শুক্রবার প্রচারে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়লেন হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া বিধানসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থা। বৃষ্টি হলেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে এলাকা। নির্বাচনের মুখে তৃণমূলকে কটাক্ষ সিপিএম, বিজেপি। এ দিন সকালে পাণ্ডুয়ার দাসপুর পঞ্চায়েতের দাতসর গ্রামে প্রচারে যান তৃণমূল প্রার্থী সমীর চক্রবর্তী। সেই সময়ে গ্রামের কিছু বাসিন্দা প্রার্থীকে সামনে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের ৫০ মিটার রাস্তার কাজ হয়নি, অথচ দেখা যাচ্ছে খাতায়-কলমে কাজ হয়ে গেছে। বর্ষা এলেই এক হাঁটু করে জল জমে যায়। হাটচালা করা যায় না। নিকার্ষি না থাকায় বাড়ির মধ্যে জল ঢুকে যায়। পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। দিনে তিনবার জল দেয় কিন্তু সেটাও বন্ধ ছিল। ভোটারদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনেই পঞ্চায়েতের প্রধানকে তাকে পাঠান তৃণমূল প্রার্থীর সমীর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, ‘ দেখছি কোথাও পানীয় জলের সমস্যা আছে, কোথাও রাস্তার সমস্যা রয়েছে। এটা বিস্ফোতন মনে, গ্রামবাসীরা তাদের অভিযোগ জানাচ্ছে। রাস্তাটা কেন হয়নি? একটা অংশ কেন বাকি রয়েছে? পঞ্চায়েতের প্রধানের দেখার কাজ। তাদের উপরে আমি তদারকি করব। আমি ওঁদের অভিভাবকের মতো। তারা আমাকে আবাদের সুবে বলেছেন।’ পঞ্চায়েতের প্রধান করুণা ক্ষেত্রপাল বলেন, ‘এই রাস্তা আমার পাড়া, আমার সমাধান কর্মসূচিতে ধরা রয়েছে। ভোট মিটেলেই এই রাস্তার কাজ করা হবে।’ যদিও বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধী শিবির। পাণ্ডুয়ার সিপিএম প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, ‘গোটা ব্লকের রাস্তা, পানীয় জলের অবস্থা বেহালা। মানুষ আর তৃণমূলকে বিশ্বাস করে না। ১৫ বছর ধরে এরা ‘শুধু কটামনি খেয়েছে।’ বিজেপি প্রার্থী তুষার মজুমদার বলেন, ‘সোনার পাণ্ডুয়াকে শেষ করে দিয়েছে। মানুষের সঙ্গে রাজনীতি করছে। রাস্তা যেমন ধ্বংসের পথে গিয়েছে, মানুষকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছে।’

‘ডাক্তারকে না জানিয়েই প্রসব করান নার্স’, সদ্যোজাতর মৃত্যুতে বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল : হাসপাতালে সদ্যোজাতর মৃত্যু নিয়ে উত্তেজনা। প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসককে না জানিয়েই ঘরোা এক নার্স প্রসব করিয়েছেন। প্রযুগে প্রাণে এক নার্স সেই সময় গিয়েছিলেন। তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে সদ্যোজাতর। অভিযুক্ত নার্সদের শাস্তি ও বদলির দাবি জানিয়েছে প্রসূতির পরিবার। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জে। অন্যদিকে, ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছেন এক নার্স। চিকিৎসককে যে প্রসবের কথা জানানো হয়নি, সেকথা স্বীকার করে নেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাতে হিঙ্গলগঞ্জের সাহেবখালি এলাকার রিয়া মণ্ডল নামে এক প্রসূতিকে সাভেলেবরিল গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। প্রসূতি পরিবার জানায়, রাত ১টার সময় প্রসূতিকে ওই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ৩টা নাগাদ সন্তান প্রসব হয়। তারপরই সদ্যোজাতর মৃত্যু হয়। প্রসূতি রিয়া মণ্ডলের স্বামী শুভদীপ মণ্ডল বলেন, প্রসবের সময় ডাক্তারকে খবর দেননি কতবারত নার্স। তারা নিজেরাই সন্তান প্রসব করান। দিনিয়ার নার্স ঘুমিয়ে ছিলেন। জুনিয়ার একজন নার্স সন্তান প্রসব করান। নার্সদের একাধিকবার ডাক্তারকে খবর দেওয়ার কথা বলেলেও তারা করপাত করেননি। তার জেরেই তার সদ্যোজাত সন্তানের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। একই অভিযোগ করেন প্রসূতির বাবা তরন মণ্ডল। তিনি বলেন, নার্সদের জন্য আমার জেনির কোল খালি হল। এরকম কাজ মায়ের কোল খালি হয়েছে মনে। নার্সদের শাস্তি ও বদলি চাই। হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান তারা। চিকিৎসককে যে খবর দেওয়া হয়নি, তা স্বীকার করিয়েছেন সুমিতা গড়িয়া নামে হাসপাতালের এক নার্স। তিনি বলেন, কোন (অন্য নার্স) যে সময় রোগীণীকে দেখছিল, তখন আমি বাথরুমে গিয়েছিলাম। ফলে আমি দেখতে পারিনি। ও তাদ্রাহুতো করে দেখে ভর্তি করে নিয়েছিল। স্যারকে (চিকিৎসককে) জানানো হয়নি। পরে আমি জেনেই স্যারকে জানাই। স্যার এসে দেখেন, বাচ্চাটা মৃত। আর জন্য আমরা দুঃখিত। এই ভুল আর কোনওদিন হবে না।

খানাকুলে বিজেপির জনসভায় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সুশান্ত ঘোষের পক্ষে প্রচার জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২৪ এপ্রিল : আসন্ন বিধানসভ

দেশ-বিদেশ

উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু

মির্জাপুর, ২৪ এপ্রিল : উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলায় এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন। বৃথবার রাত প্রায় ৮টা ২০ মিনিটে ড্রামন্তগঞ্জ থানার অন্তর্গত বারকমোর এলাকার একটি জাতীয় সড়কে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পরপরই একটি গাড়িতে আগুন লেগে যায়, যার ফলে ভিতরে আটকে পড়া যাত্রীরা জীবন্ত পুড়ে মারা যান। মৃতদের মধ্যে চারজন শিশু থাকায় এই ঘটনাটি আরও হৃদয়বিদারক হয়ে উঠেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নামার সময় একটি ভাৱী ট্রাকের ব্রেক হঠাৎ বিকল হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলা ট্রাকটি সামনে থাকা আরেকটি ট্রাককে সজোরে ধাক্কা মারে। এই প্রথম সংঘর্ষের পরপরই পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং একের পর এক গাড়ি এতে জড়িয়ে পড়ে। একটি ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি দুটি ট্রাকের মাঝখানে আটকে পড়ে এবং আরও একটি গাড়ি এসে তাতে ধাক্কা দেয়। ফলে একাধিক যানবাহনের মধ্যে টেইন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। সংঘর্ষের কিছুক্ষণের মধ্যেই আটকে পড়া একটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রথমে গাড়ির টায়ার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং পরে তা দ্রুত

জ্বালানি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরো গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন এতটাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে যে ভিতরে থাকা যাত্রীরা বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ পাননি। গাড়িটি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত



হয়েছিল যে দরজা খুলে বের হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গাড়িতে মোট নয়জন যাত্রী ছিলেন এবং সকলেই ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। তাদের অধিকাংশই মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিলেন এবং দেহগুলি শনাক্ত করাও কঠিন হয়ে পড়ে। চারজন শিশু সহ পুরো একটি পরিবারের মৃত্যু এলাকায় শোকের ছায়া ফেলে দিয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে

গুরুতরভাবে আহত হন এবং তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে, তার অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক এবং তিনি জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়াই করছেন। দমকল বাহিনী এবং পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। সড়কে যানজটের শোকেৱ ছায়া ফেলি দিয়েছে। স্থানীয় মানুষজন এবং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে

ব্রেক ফেল হওয়াকেই দুর্ঘটনার মূল কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। তবে তিনি আরও জানান, ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এতে অন্য কোনো কারণ, যেমন অতিরিক্ত বোঝাই, গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব বা চালকের অসতর্কতা জড়িত ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ ও ঘটনার ক্রম নির্ধারণের চেষ্টা

করছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গাড়িগুলির কাগজপত্র, চালকদের লাইসেন্স এবং অন্যান্য নথিও পরীক্ষা করা হচ্ছে, যাতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনো নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে কি না তা জানা যায়। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আবারও উত্তরপ্রদেশের পাহাড়ি এবং দুর্ঘটনাপ্রবণ সড়কগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থার অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন যে এই ধরনের এলাকায় ভাৱী যানবাহনের জন্য কঠোর নিয়ম এবং নিয়মিত রক্ষাবেক্ষণ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই নিহতদের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল এবং থানায় ডিড জমাতে শুরু করেন। প্রিয়জনদের হারানোর শোকে ভেঙে পড়েন অনেকেই। বিশেষ করে শিশুদের মৃত্যুর খবর পুরো এলাকাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। এই দুর্ঘটনা শুধু একটি সড়ক দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি ভয় সতর্কবার্তা-যেখানে অবহেলা, যান্ত্রিক ত্রুটি এবং নিরাপত্তার অভাব একসঙ্গে মিলে এক ভয়ঙ্কর পরিণতির ফলে যেতে পারে। প্রশাসনের কাছে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে না শিশ্রিত করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে যথাযথ সহায়তা প্রদান করা।

বিস্ফোরণ হুমকিতে কাঁপছে উত্তর ভারত

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা, পাঞ্জাব-হরিয়ানায জারি সর্বোচ্চ সতর্কতা

চণ্ডীগড়, ২৪ এপ্রিলঃ উত্তর ভারতের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নতুন করে উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে, যখন পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা রাজ্যের পুলিশও গোয়ে.৮দা সংস্থাগুলি একটি ভয়াবহ হুমকিমূলক ইমেল পায়। সেই ইমেলে দাবি করা হয়েছে যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর এবং একাধিক শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা রয়েছে। একইসঙ্গে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা রাজ্যের বিভিন্ন রেলপথে সমন্বিত বোমা হামলারও হুমকি দেওয়া হয়েছে, যা গোটা অঞ্চলে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, ওই ইমেলে ২৪ এপ্রিল শুক্রবার বড়সড় হামলার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ করে রেললাইন, বাস্তু স্টেশন এবং জনবহুল এলাকাগুলিকে টার্গেট করার কথা বলা হয়েছে। লুধিয়ানা, অমৃতসর, বাথিন্ডা এবং ফিরোজপুর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির নামও এই হুমকির তালিকায় রয়েছে। ইমেলে দাবি করা হয়েছে, এই হামলায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণহানি হতে পারে-যা পরিস্থিতির আরও গুরুতর করে তুলেছে। এই হুমকি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাব ও হরিয়ানার নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। দুই রাজ্যের পুলিশ যৌথভাবে সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপ শুরু করেছে। গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনগুলিতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে এবং বোমা নিষ্ফোরকণ দল, ডগ স্কোয়াড ও বিশেষ টাস্ক ফোর্স মোতায়েন করা হয়েছে। রেলপথের বিভিন্ন সংবেদনশীল এলাকায় ২৪ ঘণ্টা নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই হুমকিকে হালকাভাবে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পাঞ্জাব একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য হওয়ায় বরাবরই এটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তান-এর সঙ্গে সীমানা সংলগ্ন হওয়ার কারণে অতীতে বহুবার অস্ত্র পাচার, মাদক চোরাচালানা এবং গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ উঠেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই ধরনের হুমকি গোয়েন্দা সংস্থাগুলির কাছে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। গত এক বছরে একাধিকবার আন্তর্জাতিক সীমান্তে ড্রোঁন ধরা পড়েছে, যা সীমান্ত পেরিয়ে পাঠানো হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হয়। এসব ড্রোঁনের মাধ্যমে অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাচারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে বর্তমান হুমকিটি বহুতর কৌশল যড়যন্ত্রের অংশ কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইমেলের আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে একাধিক শহরে একযোগে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা রয়েছে। যদিও এই হুমকির সত্যতা এখনও নিশ্চিত করা যায়নি, তবুও সাইবার ফরেনসিক দল ইতিমধ্যেই ইমেলের উৎস খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলি চেষ্টা করছে এটি শুধুই ভুয়ো আতঙ্ক নাকি বড়সড় সন্ত্রাসী পরিকল্পনার অংশ। দুই রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। সেখানে রেল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। নিরাপত্তা জেরদার করতে সরকারি ভবন, পরিবহন কেন্দ্র এবং ধর্মীয় স্থানে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় সড়ক ও আন্তঃরাজ্য সীমান্তে হঠাৎ চেকিং বাড়ানো হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। যাত্রীদের অনুবোধ করা হয়েছে, সন্দেহজনক কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানাতে। সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিতে কড়া নজর রাখা হচ্ছে এবং সংবেদনশীল রুটগুলিতে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচলও বাড়তি নজরদারির দোখ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বা অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের উদ্দেশ্যে একাধিক হুমকি এসেছে। গত বছর মুম্বই-তে একটি ফৌকনকরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল, যদিও পরে সেটি ভুয়ো প্রমাণিত হয়। ২০২২ সালেও বিভিন্ন শহরে হামলার হুমকি দিয়ে একাধিক ইমেল প্রমাণিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টে উত্তপ্ত আইন্যকর মামলা

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ দেশের অন্যতম আলোচিত আইনি মামলাগুলির মধ্যে একটি, আইন্যক-সংক্রান্ত তদন্তকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্ট-এ তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই মামলার একফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর ভূমিকা এবং তদন্ত পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুনানিতে উভয় পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিবরণ হয়, যা আবারও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলমান টানাগোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এই মামলার শুভানি পরিচালনা করেন বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র। রাজ্যের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী মেনাকা গুরুস্বামী, যিনি কেণ্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগে তোলেন। তিনি দাবি করেন, ইডি তাদের তদন্ত প্রক্রিয়াকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে এবং বিচারব্যবস্থাকে একটি রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছানোর মঞ্চ হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। গুরুস্বামী আদালতে যুক্তি দেন যে, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে, অথচ একইসঙ্গে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে এমন সব যুক্তি তুলে ধরা হচ্ছে যা আইনের ব্যাখ্যাকে অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত করছে। তিনি সতর্ক করে বলেন, বিচারব্যবস্থার মর্যাদা ভঙ্গয় রাখা জরুরি এবং এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার করা উচিত নয়। তাঁর কথায়, এটি বিচারিক ক্ষেত্রের অপব্যবহার-এর শামিলা অন্যায্যিক, কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, এই তদন্ত একটি গুরুতর আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, যার পরিমাণ প্রায় ২,৭০০ কোটি টাকা। অভিযোগ অনুযায়ী, এটি একটি কয়লা পাচার চক্রের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা দেশের অর্থনীতির ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে। মেহতা আদালতে জোর দিয়ে বলেন, ইডি কর্মকর্তারাও ভারতের নাগরিক এবং তাদেরও মৌলিক অধিকার রয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, তদব্বের সময় তাদের কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে না। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে যে, বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা ড. বি.আর. আম্বেদকর-এর কল্পনাও বাইরে ছিল। শুনানির সময় কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আনয় দাবি করা হয়, তদন্ত চলাকালীন ইডি কর্মকর্তাদের অভিযানে স্থানীয় পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। মেহতার বক্তব্য অনুযায়ী, পুলিশ দাবি করে যে অভিযানের আগে অনুমতি নেওয়া উচিত ছিল। পরে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয় এবং ঘটনাস্থলে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়, যা কেন্দ্রের মতে গুরুতর প্রক্রিয়াগত প্রশ্ন তোলে।



মেহতা আরও জানান, তদন্তের সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যা এই আর্থিক কেলেঙ্কারির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। তবে পরে স্থানীয় পুলিশ ওই অভিযানের বিরুদ্ধে আনধিকার প্রদানের অভিযোগে মামলা দায়ের করে। কেনেন্দ্রর মতে, এটি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ, যার উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থাকে বাধাগ্রস্ত করা। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্র আদালতের কাছে আবেদন জানায়, তদন্তের দায়িত্ব সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং পুরো প্রক্রিয়ার উপর আদালতের নজরদারি থাকুক। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশ মহাপরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখার দাবি জানানো হয়। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আরও একটি বিতর্কিত বিষয় উত্থাপন করা হয়-প্রাক্তন বিশেষ কমিশনার রাজীব কুমার-এর রাজসভার পদে নিয়োগ। মেহতা দাবি করেন, এই নিয়োগ জনজীবনের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এটি একটি উদ্বেগজনক বিষয়।

শুনানিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কেণ্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে গভীর মতবিরোধ রয়েছে। একদিকে রাজ্য অভিযোগ করছে যে তদন্ত সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, অন্যদিকে কেন্দ্র দাবি করছে যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট এই পরিস্থিতিতে সতর্ক অবস্থান গ্রহণ করেছে। আদালত উভয় পক্ষের যুক্তি মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং বিষয়টির বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য সময় নিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত রায় দেওয়া হয়নি, তবে এই মামলাটি দেশের রাজনৈতিক ও আইনি পরিসরে একটি বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মামলা শুধুমাত্র একটি আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্ত নয়, বরং এটি কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক, তদন্ত সংস্থার স্বাধীনতা এবং বিচারব্যবস্থার সীমারেখা নিয়ে একটি বৃহত্তর আলোচনার সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে এই মামলার রায় দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ও আইন প্রক্রিয়ার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে।

বিকাজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন আগরওয়াল ‘ফন্না বাবু’র মৃত্যু

বিকানের, ২৬ এপ্রিল (হি.স.)ঃ বিশ্ববাজারে বিকানেরি ভূজিয়াকে নতুন পরিচিতি দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালনকারী বিকাজি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা শিবরতন আগরওয়াল, যিনি ‘ফন্না বাবু’ নামে পরিচিত ছিলেন, বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে প্রয়াত হয়েছেন। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তাঁর স্ত্রী-র হৃদযন্ত্রের অঙ্গোপচােরের জন্য তিনি চেন্নাইয়ে অবস্থান করছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটসহ বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী জৈন মহাসভার সভাপতি কনহাইয়ালাল বাথোরা জানিয়েছেন, ফন্না বাবুর মৃত্যুতে কেবল বিকানের নয়, সমগ্র রাজস্থানের জন্য এক অপরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর উদ্যোগে বিকাজি ব্র্যান্ড আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভ করে এবং বিকানেরের ঐতিহ্যবাহী খাদ্যপণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছে যায়। পরিবার সূত্রে আরও জানা গেছে, প্রয়াত শিল্পপতির মরদেহ চার্টার্ড বিমানে বিকানেরে আনা হচ্ছে এবং শুক্রবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিরোধীদের কড়া আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.)ঃ দেশের একাধিক রাজ্যে ভোটের প্রাকালে মহিলা সংরক্ষণ বিলকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্থাপ আরও বাড়ল। বৃহস্পতিবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে তাদের ‘মহিলা বিরোধী’ বলে আখ্যা দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৬ শতাংশ আসন সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত ‘ শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। তিনি দাবি করেন, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে নতুন সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে সংবিধানের ১২৮তম সংশোধনী বিল হিসেবে এটি পাশ হয় এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে ১০৬তম সংবিধান সংশোধনী আইনে প্রস্তাবিত হয়। তবে সাম্প্রতিক বিশেষ অধিবেশনে সংশোধিত রূপে বিলটি পুনরাব সংসদে উত্থাপন করা হলেও তা পাশ করানো সম্ভব হয়নি বলে অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভোটোভূতিতে বিলটির পক্ষে ২১৮টি ভোট পড়লেও বিপক্ষে পড়ে ২৬০টি ভোট, ফলে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যান না মেলায় বিলটি পাশ হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এই বিল কার্যকর করতে কিছু কাঠামোগত সংশোধননে প্রয়োজন ছিল, যার জন্য ২০২৬ সালের এপ্রিলে সংশোধনী আনা হয়। এর পাশাপাশি, পুরুষদের আসন সংখ্যা অপরিবর্তিত রেখে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছিল। সেই প্রেক্ষিতে ১৬১তম সংশোধনী বিল হিসেবে বিষয়টি সংসদে তোলা হয়। তিনি অভিযোগ করেন, ইন্ডি জোটের বিরোধীতার কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ করা যায়নি। তাঁর কথায়, বিরোধীরা শুরুর মহিলাদেরই নয়, গোটা দেশকেই বঞ্চিত করেছে। তারা আত্মকেন্দ্রিক রাজনীতি করে এবং মহিলাদের ক্ষমতায়নে বিশ্বাস করে না। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই কংগ্রেস মহিলাদের স্বার্থ উপেক্ষা করেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে মুসলিম মহিলাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছিল। তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিন তালাক প্রথা নিষিদ্ধ করে মুসলিম মহিলাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছেন।

কক্সবাজারে নির্খোঁজের তিন দিন পর উদ্ধার হিন্দু সন্ন্যাসীর মরদেহ

রাজীব দে,ঢাকা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ বাংলাদেশের কক্সবাজারের সদর উপজেলার খুরুশকুল ইউনিয়নের ঘন জঙ্গল থেকে নির্খোঁজের তিন দিন পর হিন্দু সন্ন্যাসী নয়ন দাশের (নয়ন বিশ্বাস) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। খুরুশকুল পূর্ব হামজার ডেইল এলাকায় পাহাড়ের ভেতরে একটি গাছে বুলন্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহতের শরীরে আগুনে পোড়ানোর মতো বলসানো জরম স্পষ্টনিহত নয়ন দাশ চট্টগ্রামের পটিয়া এলাকার বাসিন্দা। গত দুবছর ধরে তিনি খুরুশকুলের ‘ সার্বজনীন শিব-কালী মন্দির’-এ আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন।

NAME CHANGE
I, Sekh Kaif @ Kaif SK S/O- Sekh Kuddus resident of Vill- Metedanga, P.O.- Khandaghosh, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SK KAIF vide Affidavit No.-2319 dated 24/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Sekh Kaif, Kaif SK and SK Kaif all are same and one identical person.
NAME CHANGE
I, Anwesha Saha W/O- Amikprasanna Saha resident of Vill- Uttar Ramnagar, P.O.- Uttar Ramnagar, P.S.- Ausgram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713152, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ANWESHA ADHIKARY SAHA vide Affidavit No.-2317 dated 24/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Anwesha Saha and Anwesha Adhikary Saha both are same and one identical person.
NAME CHANGE
I, Montaz Begum @ Mamtaj SK W/O- Kuddus Sekh @ Sekh Kuddus resident of Vill- Metedanga, P.O.- Khandaghosh, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713142, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MAM-TAJ SEKH vide Affidavit No.-2318 dated 24/04/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Montaz Begum, Mamtaj SK and Mamtaj Sekh all are same and one identical person.
বিস্তৃতি
সংশোধনী

পঁজাব নৈশ্বনাল বੈঁক (महाने मन्त्रालय का उपक्रम)		punjabnational bank (Govt. of India Undertaking)		সার্কেল অফিস স্যাম, কলকাতা দক্ষিণ ইউনাইটেড টাওয়ার (৯ম তলা), ১১, ফোর্ড স্ট্র. দর্পণ কলকাতা - ৭০০ ০০২, ই-মেইলঃ cokolouthsam@pnb.bank.in		ই-নিলাম বিক্রয় বিস্তৃতি	
স্বাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের বিস্তৃতি						সংশোধনী	
‘আর্থিক সম্পদের জ্ঞানমতকরণ ও পূর্ণদ্রুতি এবং জ্ঞানমতি স্বার্থ বরদশবধি আইন, ২০০২’-এর বিধানাবলি এবং ‘জ্ঞানমতি স্বার্থ (বরদশবধি) বিধিমালা, ২০০২’-এর বিধি ৬ (৬)-এর শর্তাবলির আলোকে স্বাবর সম্পদ বিক্রয়ের ই-নিলাম বিক্রয়। এছাড়াও সর্বসাধারণকে-এবং বিশেষতঃ স্বপণ্ডিত্য(বাণ) ও জ্ঞানদান(বাণ)-এক-জানানো যাচ্ছে যে, নিচের বর্ণিত স্বাবর সম্পত্তি(‘জ্ঞানমতকৃত পাওনাদার’-এর নিশ্চিত ক্ষমতা) গণ্যকৃত রয়েছে। বাকী/জ্ঞানমতকৃত পাওনাদার-এর ‘অনুমোদিত কর্মকর্তা’ উক্ত সম্পত্তির গঠনমূলক/তৌহীদ/প্রতীকী দখল গ্রহণ করবেন। সংশ্লিষ্ট স্বপণ্ডিত্য(বাণ) ও জ্ঞানদান(বাণ)-এর নিশ্চিত থেকে বাকী/জ্ঞানমতকৃত পাওনাদার-এর প্রাপ্য বাকী/অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে, নিচের প্রদত্ত ছকে উল্লিখিত তারিখে উক্ত সম্পত্তি(‘যে অবস্থায় যেখানে আছে’, ‘যে অবস্থায় যা আছে’ এবং ‘যা কিছু আছে’ - এই শর্তে বিক্রয় করা হবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে নিচের প্রদত্ত ছকে ‘সংরক্ষিত দল’ এবং ‘যা/মানা জনা’-এর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।							
জ্ঞানমতকৃত সম্পদসমূহের তফসিল							
ক্রম নং	শাখার নাম হিসাবের নাম স্বপণ্ডিত্য(বা) জ্ঞানদান(বা)গণের নাম ও ঠিকানা হিসাব নম্বর, সম্পত্তির আইডি	বন্ধককৃত স্বাবর সম্পত্তির বিবরণ / মালিকের নাম (সম্পত্তির বন্ধকদাতা) অবস্থান স্থানাঙ্ক	ক) দাবি মোটামের তারিখ খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ গ) দখল হস্তান্তরের তারিখ ঘ) দখলের অবস্থা ঙ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	ক) সংরক্ষিত দল খ) ই-এমডি (ই-এমডি জমা নেওয়ার শেষ তারিখ) গ) বিত্ত স্থগিত পরিমাণ ঘ) ই-নিলামের তারিখ / সময় ঙ) দায়বদ্ধতা (দাবি থাকে)			
১.	শাখাঃ কলকাতা SSI (088010) মিঃ আকাকুর সর্দার, মৃত নীলাল সর্দারের পুত্র, পুত্র + পোঃ - বাসকুমার খালি, তালিদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা- ক্যানিং, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পিন- ৭৪৩০৭৬, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৯৬। আাকাউট নম্বরঃ 088010NC00000062 সম্পত্তির আইডিঃ PUNBAKAKURSARDAR	১০ শতক রূপান্তরিত বাস্তু জরিম মা মা থেকে ০৪ শতক জমি এবং তার ওপর অবস্থিত একাধিক বিশিষ্ট আর্থিক ভবনের ম্যাসলসহ বন্ধক। অবস্থানঃ গ্রাম + ডাকঘর + মৌজা - বাসকুমার খালি - ২৬৯২ / ২৫৪৪ পরগনা - মৃদবন্দর এলা. আর. দাগ নং - ২৪৪৪ জে.এল. নং - ০৬৯ এল.আর. খতিয়ান নং - ৩০৬৬ আর.এল. খতিয়ান নং - ৪৭২১, ৫০২ তালিদি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন থানা - ক্যানিং এ.ডি.এ.আর. - মাল্লা জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা। ভবনটি তালিদি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কর্তৃক অসম্মতি নকশা অনুযায়ী নির্মিত। দলিল অনুযায়ী মোট জমির পরিমাণ ৬১.৮৭৪ শতক। সম্পত্তিটির মালিক মিঃ আকাকুর সর্দার (পিতার নীল সর্দার) তিনি ২০০৯ সালের ১-০৪-০১ নং দাপতর মূল এই সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হবেন, যা এ.ডি.এ.আর. মাল্লা-এর কার্যালয়ে (জেলাঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা) নথিভুক্ত রয়েছে। অবস্থান (স্থানাঙ্ক) অবকাশঃ ২২.৪৩২১৪৫২, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.৬২৪৪৪৭১	ক) ১৮.০১.২০২৫ খ) ০১.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ৮,২৩,২৮১.৮৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৬.০৫.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রদশ্নজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮০১০২ ৬৮৯৫৪	ক) ১৫,৭৮,০০০.০০ টাকা খ) ১৫,৭৮,০০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সেকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই			
২.	শাখাঃ যাদবপুর বিদ্যাগিটি (১৫১৭২০) মিঃ চন্দ্রদত্ত দত্ত ও মিসেস শর্মিষ্ঠা দত্ত ‘মোহিনী মল্ল’, ২২৬, ব্রক-৬, শতাব্দী পার্ক, দাসপাড়া, মুক্তদুর্গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - ৭০০ ০৯৬। আাকাউট নম্বরঃ 010330001863৪ সম্পত্তির আইডিঃ PUNBCHANCHALD	‘মোহিনী মল্ল’ মকম তিনতলা ভবনের নিচতলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ‘ফ্লাট নং GA’-এর ওপর একটি ইকুইটেল মটগেজ (বন্ধক)। ফ্লাটটির সুপার ব্লক-আপ এলাকা ৬৬০ বর্গফুট, যা ২টি শোবার ঘর এবং ১টি বসার ও খাবার ঘর নিয়ে গঠিত। এছাড়াও এতে ১টি রান্নাঘর এবং ১টি শৌচাগার রয়েছে। এই ফ্লাটের সাথে উক্ত ভবনের সাধারণ ব্যবহার স্বন ও সুযোগ-সুবিধাসমূহেরে অবিকৃত আনুগত্যিক অংশ ও সাধারণ সুবিধাসমূহও যুক্ত রয়েছে। সম্পত্তিটি মোটাম নং ২২৬, অজ্ঞান নরার (দাসপাড়া শতাব্দী পার্ক, প্লট ৯৬)-এ অবস্থিত দাগ নং ৪০ ও ৫৩ (আর.এল. দাগ নং ৪০, ৪০ / ৫৩) খতিয়ান নং ৬৮ (আর.এল. খতিয়ান নং ৬৮ ও ৬১) জে.এল. নং ২৪০১২৭। ১৫২ টি নং ৯ থানা- পূর্ব যাদবপুর কলকাতা ৭০০ ০৯৬ জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) কেনেমি ওয়ার্ড নং ১০৯-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির মালিক মিঃ চন্দ্রদত্ত দত্ত ও শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা দত্ত (বিক্রয় দলিল নং I-০৭৬১১, দাগ ২০১০ অনুযায়ী)। অবস্থানঃ অবকাশঃ ২২.৪৮৮৮০৫০, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.৪১২২২৫৭	ক) ১৬.০৮.২০২৫ খ) ০১.০৭.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১১,৪৫,৪০০.০০ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৬.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শুনানি সম্পন্ন) ঙ) প্রদশ্নজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮০১০২ ৬৮৯৫৪	ক) ১৪,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ১৪,৫২,০০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সেকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই			
৩.	শাখাঃ কলকাতা বেহুলা (১১২১১০) মোসার ডে নাইট সিবিউ-টিবি আ্যড অফিসিও সার্ডিসেস প্রা. লি. পরিচালক ও জ্ঞানদান(বা)গণঃ মি. কামুদা আলী ও মিসেস নালিনা বেহম।	কলকাতা পৌরনিগম (এর ১২৮ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ ৬ কটা ১৪ টি ব্লক ৬১ বর্গফুট জমির ওপর নির্মিত একটি বিনতলা ভবনের পরিচালক উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত, প্রায় ৪২২ বর্গফুট আয়তনের, অধিস হিসেবে ব্যবহৃত একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ১ BHK আন্যাবিক ফ্লাট (ফ্লাট নং ১)-এর ইকুইটেল মটগেজ বা বন্ধক। সম্পত্তিটি মৌজা - রায়দারগাড়া বস্তা, জে.এল. নং ৪৩, টৌকি নং ১১৫২, রাজস্ব শতাব্দী ৮০১ / ২, পরগনা মালিগা-এর অন্তর্গত এটি সি.এস. খতিয়ান নং ১১৪-এর অধীনস্থ সি.এল. দাগ নং ২৫৬ / ২৫৭-এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তির টিকানাঃ পিয়ার্স রোড, ৭৪, লক্ষী নারায়ণ মল্লিকারোড (ডাক টিকানাঃ ১৪ ৪৮, লক্ষী নারায়ণ মল্লিকারোড), পো.হা - রায়দা, থানা - পশ্চী, কলকাতা - ৭০০ ০৪৪। দলিল নং I-০৭৬১১৪১, তারিখঃ ০৪.০৭.২০১৪ ইই নং I, খণ্ড নং ১৮, পৃষ্ঠা ৪৫৬৫-৪৫৬৬। এই সম্পত্তির মালিকানা মোসার ডে নাইট সিবিউ-টিবি আ্যড অফিসিও সার্ডিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর। (পরিচালকপদঃ মি. কামুদা আলী ও মিসেস নালিনা বেহম)। অবস্থানঃ অবকাশঃ - ২২.৪৮৮৮০৫, দ্রাঘিমাংশঃ ৮৮.৪০৩০২৭১	ক) ২১.১১.২০২৪ খ) ০১.১০.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১৫,১৮,৬৭৫.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৬.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (এসিজেসে অর্ডার গৃহীত হয়েছে) ঙ) সায়ম সরকার (মোবাইল) ৮২৪৩৫১ ১০৯২৫	ক) ৮,৯৭,০০০.০০ টাকা খ) ৮,৯৭,০০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ৮,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সেকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই			
৪.	শাখাঃ গড়িয়া (০১৪৩২০) পঞ্চজ কুমার নরর এবং আনানিকা নরর, ভারতীয় গাধ্যা, মগরাহাট, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৬১০। আাকাউট নম্বরঃ 0143300043087 সম্পত্তির আইডিঃ PUNBPANKAJN001	ভারতীয় গাধ্যা, মগরাহাট, ২৪ পরগনা দক্ষিণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৬১০।	ক) ২৬.০৭.২০২৫ খ) ০৩.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১৫,১৮,৬৭৫.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৬.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার গৃহীত হয়েছে) ঙ) প্রদশ্নজিত চৌধুরী (মোবাইল) ৯৮০১০২ ৬৮৯৫৪	ক) ১৬,৫২,০০০.০০ টাকা খ) ১৬,৫২,০০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ১৫,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সেকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) শূন্য (Nil), ব্যাংকের জানা নেই			
৫.	শাখাঃ রায় বাহাদুর রোড (০৯৯০২০) ভদ্রশ্রী গুপ্তা ও বিজয়ন্ত গুপ্তা ৮৬১১, বেতারম চ্যারিটি রোড, গুওয়াং নং ১১০, হোয়ালা, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ৭০০ ০৪৪। আাকাউট নম্বরঃ 0990300500007 সম্পত্তির আইডিঃ PUNBTANUSREEGUPTA	তৃতীয়া তলার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আর্থিক ফ্লাট, যার সুপার ব্লক-আপ এলাকা প্রায় ১১৩০ বর্গফুট (কম-পক্ষে)। ফ্লাটটিতে ৩টি শোবার ঘর, ১টি রান্নাঘর, ২টি টৌচাগার, ১টি খাবার ও কান্না ঘর এবং ৩টি প্রস্তুতিব বারান্দা রয়েছে। এর সাথে নিচতলার বহরতলী অংশে ১২০ বর্গফুট সুপার ব্লক-আপ এলাকায় একটি গাড়ি পার্কিংয়ের সুযোগও অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি দাগ নং ১৬৮, খতিয়ান নং ৬১১, জে.এল. নং ১১, টৌকি নং ৮, মৌজা - সাধলপুর, কেনেমি ওয়ার্ড নং ১২২, বসার নং XIIA-এর অন্তর্গত এবং কেনেমি প্রাঙ্গন নং ১১৭ / ৪, মলিকাল গুপ্ত রোড, কলকাতা ৭০০ ০২২, থানা - ধরিসেবপুর টিকানার অবস্থিত। মালিকঃ জিতেন্দ্র গুপ্ত ও তনুলী গুপ্ত। অবস্থানঃ অবকাশঃ -২২.৪৮৫৪৫০২, দ্রাঘিমাংশঃ - ৮৮.৪০৩৭২০১	ক) ১৯.০৮.২০২৪ খ) ২৬.০৫.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ১৫,১৮,৬৭৫.২৮ টাকা, সাথে অতিরিক্ত সুদ ও অন্যান্য খরচ। গ) ২৬.০৫.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল গ্রহণ (জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার গৃহীত হয়েছে) ঙ) সায়ম সরকার (মোবাইল) ৮২৪৩৫১ ১০৯২৫	ক) ২৬,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২৬,০২,০০০.০০ টাকা (২৬.০৫.২০২৬) গ) ২৬,০০০.০০ টাকা ঘ) ২৬.০৫.২০২৬ সেকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত ঙ) এসএ / ৭৯৫ / ২০২৪			
শর্তাবলী এই বিক্রয় ‘সিবিউ-টিবি ই-পোর্টাল (এনবোসেসিট)’ রুলস ২০০২-এ এর বর্ণিত শর্তাবলী এবং নিম্নোক্ত অতিরিক্ত শর্তসমূহের অধীন হবে। ১. সম্পত্তিটির ‘যে অবস্থায় যেখানে আছে’, ‘যে অবস্থায় যা আছে’ বা ‘যা কিছু আছে’ - এই ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। ২. উপরে উল্লিখিত তফসিল বর্ণিত জ্ঞানমতকৃত সম্পদসমূহের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যথাযথ নিদ্র্ণকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে তবে এই যোগ্যতাপূর্ণে কোনো প্রকার ত্রুটি, ভুল তথ্য বা বাত পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন না। ৩. এই বিক্রয় ‘সিবিউ-টিবি নিয়ন্ত্রণকর্তার’ কর্তৃক ওয়েবসাইট https://baanknet.com -এ প্রদত্ত ই-নিলাম প্র্যাকটিকের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে। ৪. যে ক্রেতা তার নিলাম প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ বিক্রয়কৃত প্রদত্ত করবেন, তার অনুকূলেই বিক্রয়টি নিশ্চিত করা হবে এবং এই নিশ্চিতকরণটি জ্ঞানমতগ্রহীতা -এর চূড়ান্ত অনুমোদনের অধীন হবে। ৫. বিক্রয় সম্পন্ন হলে বিক্রয় শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করুন https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন। ৬. সম্পত্তির বিপরীতে কোনো প্রকার বিধিযুক্ত বকেয়া বা পাওনার দাবি থাকলে দায়ী থাকবেন না। কোনোদিকে প্রকার শর্ত বা স্বেচ্ছা পরিশোধের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ক্রেতার দায়িত্ব থাকবে।						For Registration, Scan QR	
তারিখঃ ২৬/০৪/২০২৬ স্থানঃ কলকাতা						অখোলাইজড অফিসার (৯৮০১৭ ৭৮৭৭৪) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	

এশিয়ান গেমস আয়োজনের ঘোষণা আইওএ-র

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিলঃ ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ২০৬০ সালের কমনওয়েলথ গেমস। এর পাশাপাশি ২০৬৬ সালের অলিম্পিক আয়োজনের চেষ্টা চালাচ্ছে ভারত। ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় আবেদন করা হয়ে গিয়েছে, এখন অনুমতি পাওয়ার অপেক্ষা। শুধু কমনওয়েলথ বা অলিম্পিক নয়, এ বার আরও বড় পরিকল্পনা করেছে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুসারে, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন ভারতে ২০৬৮ সালের এশিয়ান গেমস আয়োজনের জন্য বিড করতে চলেছে। ২০২৬, ২০৬০ এবং ২০৬৪ সালের এশিয়ান গেমসের আয়োজক ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমস জাপানে অনুষ্ঠিত হবে, এবং



২০৬০ সালে প্রতিযোগিতাটির আয়োজক কাতারা। ২০৬৪ সালে হবে সৌদি আরবের রিয়াদে। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সিইও রঘুব্রাম আইয়ার বলেন, “আমরা এশিয়ান গেমসকে ভারতে আনার আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমরা ওসিএ-র সঙ্গে কথা বলছি এবং আমরা আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের একটি চিঠিও লিখেছি। এই বিষয়ে আমরা ওসিএ-র সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাব।” ভারত এশিয়ান গেমসের জন্য প্রস্তাব দিয়েছে। এখনও বিড করেনি। চিনে এশিয়ার অলিম্পিক কাউন্সিলের বোর্ড মিটিংয়ে ভারতের প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। ওসিএ দল শীঘ্রই ভারতে আসবে এবং প্রাথমিকভাবে সব খতিয়ে দেখবে। ভারত সরকার অলিম্পিক আয়োজনের জন্য আমেদাবাদকে তৈরি করছে। এর জন্য প্রচুর বিনিয়োগও করেছে। এশিয়ান গেমসের জন্যও এটাকে বেছে নেওয়া হতে পারে। অন্যদিকে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজিত হবে সাতারকর স্পোর্টস কমপ্লেক্স এবং নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। ২০১০ সালের পর ভারত আর বড় প্রতিযোগিতা আয়োজন করেনি। সে বার কমনওয়েলথ গেমসে কেন্দ্র করে দুর্নীত হয়েছিল। পাশাপাশি পরিকাঠামো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল। এ বার ভারতকে চ্যালেঞ্জ বিতর্ককে সরিয়ে রেখে সঠিকভাবে আয়োজন করার।

‘শ্রেয়সকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত দুর্ভাগ্যজনক’

দু’বছর পর ভুলস্বীকার কেকেআর কোচের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কেকেআর চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল শ্রেয়স আইয়ারকে। মেগা নিলামে তাঁকে রিটেন করা হয়নি। প্রায় দু’বছর পর সেই ভুলের কথা স্বীকার করলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। স্পষ্ট জানান, ‘দুর্ভাগ্যবশত, আমরা ওকে পাইনি।’ শ্রেয়সকে যখন ছেড়ে দেওয়া হয়, কেকেআরের হেড কোচ ছিলেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের পর এই আফশোস শোনা গেল নাইটদের প্রাক্তন কোচের মুখে। ২৬.৭৫ কোটিতে পাঞ্জাব তাঁকে কেনার পর দলকে ফাইনালে তোলেন শ্রেয়স। চলতি আইপিএলে ছয় ম্যাচে অপরাজিত পাঞ্জাব গ্রুপ শীর্ষ রয়েছে। একমাত্র দল হিসেবে অপরাজিত শ্রেয়সরা। কিন্তু নাইটরা আইপিএল জেতার পর চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ককে রাখা হয়নি। তাঁর ব্যাখ্যা দিলেন প্রাক্তন কোচ। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেন, “শ্রেয়স অনবদ্য প্লেয়ার। কেকেআরের অধিনায়ক হিসেবে আইপিএল জিতেছে। ও যেভাবে দল পরিচালনা করেছিল, অনবদ্য। কিন্তু কখনও পরিস্থিতি এবং স্ট্র্যাটেজির জন্য এমন প্লেয়ারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় দল। অবশ্যই



কেকেআরের কোচ হিসেবে আমার খারাপ ভলেছিল। বিষয়টি ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি। কিন্তু আমাদের জন্য ব্যাপারটা কার্যকরী হয়নি। শুধু

শ্রেয়সই নয়, ফিল সল্ট এবং বাকিদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছে।” কেকেআরের ২০২৪ আইপিএল জয়ী দলের অঙ্গ ছিলেন চন্দ্রকান্ত

পণ্ডিত। ভারতের টি-২০ দলে সুযোগ পায় না শ্রেয়স। সেই নিয়েও নিজের মতামত জানান আইপিএল জয়ী কোচ। তিনি মনে করেন, কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জন্য অনেক সময় এমন হয়। চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত বলেন, “শ্রেয়স ভারতীয় দলের অঙ্গ। ভাল পারফর্ম করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, ওকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে এমন পরিস্থিতি অসম্ভব নয়। দল গঠনের সময়, অভিজ্ঞতার সঙ্গে তরুণ প্রতিভার মিশ্রণ ঘটানো সহজ নয়। ভারতীয় দলে প্রতিভার অভাব নেই। তাই অনেক সময় প্রত্যেক যোগ্য প্লেয়ার সুযোগ পায় না। সবসময় কঠিন প্রতিযোগিতা থাকে। একইধরনের পরিবর্ত প্লেয়াররা মজুত থাকে। তবে তাতে শ্রেয়সের কৃতিত্বকে খাটো করা যাবে না। ও পাঞ্জাবকে দারুণ নেতৃত্ব দিচ্ছে। ব্যাটিংও অনেক পরিণত হয়েছে। ভয়ডরহীন মনোভাব নিয়ে খেলে। ম্যাচ জেতার কথা মাথায় রেখে খেলে। ইনিংস সাজানো দেখে সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়।” গত দু’বছরে ব্যাটার হিসেবে ধারাবাহিকতার পরিচিতি দেন শ্রেয়স। চলতি বছর পাঁচ ইনিংসে ২০৮ রান করেন। গত ৫২। স্ট্রাইক রেট ১৮২.৪৫। এবার তাঁর হাত ধরে প্রথমবার আইপিএল জেতার স্বপ্ন দেখছে পাঞ্জাব।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন এস্টেভাও! নেইমারের কাছে পড়ে পাওয়া চোদো আনা?

সংবাদ সংস্থা, সাও পাওলো, ২৪ এপ্রিলঃ বিশ্বকাপের আগে ব্রাজিল শিবিরে নতুন সমীকরণ। তরুণ উইঙ্গার এস্টেভাও গুরুতর হ্যামস্ট্রিং চোটের শিকার। যার জেরে আসন্ন টুর্নামেন্টে খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা। তৈরি হয়েছে। এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ছিটকে যাননি, কিন্তু সময় খুব কম। এস্টেভাওয়ের আমেরিকা না যাওয়া কোচ কার্লো অ্যালেন্সোভির পরিকল্পনায় বড় ঝামেলা। যা একই সঙ্গে উসকে দিয়েছে চর্চিত প্রশ্ন-এই পরিস্থিতিতে কি আবার আলোচনায় ফিরতে চলেছেন নেইমার? চেলসির উইঙ্গার এস্টেভাও উইলিয়াম গত এক বছরে ব্রাজিলের আক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ মুখ। মাঠের ডান প্রান্তে গতি, ড্রিবলিং আর ব্রিগিংও চোটের ছিটকে গিয়েছেন। যা ব্রাজিলের আক্রমণভাগের ধারাবাহিকতা ভেঙে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টের আগে এই পরিস্থিতি কোচের জন্য



বাড়তি চাপ তৈরি করছে। যোর সমস্যা ইতালীয় কোচ। আগামীতে দলে বদল আনতে বাধ্য। হয়তো রাফিনিয়াকে ডানদিকে খেলানো হতে পারে। বা-

জায়গাতেই নতুন করে সামনে আসছে নেইমারের নাম। ক্লাব ফুটবলে ফিরে এলেও ফর্ম অনিয়মিত। চোট, ফিটনেস, ধারাবাহিকতা-সব মিলিয়ে সংশয় আটুট। তবু সমর্থকদের একাংশ এখনও চান তাঁকে ব্রাজিল দলে দেখতে। একটি সমীক্ষায় প্রায় অর্ধেক মানুষ নেইমারের প্রত্যাবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছেন। দলের কিছু ফুটবলারদেরও বক্তব্য, অভিজ্ঞ তারকা এখনও একা হাতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। যদিও ভিন্ন মত প্রাক্তনদের। কেউ বলছেন ‘ধারাবাহিক নেই’, কারও চোখে ‘সময় কম’। এখন বিষয়টি পুরোপুরি কোচের উপর নির্ভর করছে। অ্যালেন্সোভির অবদান স্পষ্ট-আনফির্ট কাউকে দলে নেওয়া হবে না। নেইমার ইদানিং কয়েকটি ম্যাচ খেলেছেন ঠিকই, কিন্তু ধারাবাহিকতা উধাও। বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার আগে হাতেগোনা ম্যাচ বাকি। এই সময়ের মধ্যেই নিজের ফিটনেস ও ফর্ম প্রমাণ করতে হবে। এস্টেভাওয়ের চোট দরজা একটু খুলে দিয়েছে। কিন্তু সেই ফাঁক গলিয়ে ঢোকা সহজ নয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে বর্তমান ফিটনেস, পারফরম্যান্স এবং দলের ভারসাম্যের উপর।

৫৩ বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্র্যান্ড! যখন বাকিরা বিস্মৃত তখন আজও কীভাবে প্রাসঙ্গিক সচিন?

নিজস্ব প্রতিবেদন

ক্রিকেট ছেড়েছেন এক দশকেরও বেশি সময় আগে। টেলিভিশনে খুব কম আসেন। মাঠে কালেভদ্রে, চ্যারিটি ম্যাচ খেলতে। তবু কোন এক আশ্চর্য জাদুতে সচিন তেজুলকরের ব্র্যান্ডমূল্য আজও আকাশছোঁয়া। বাজারের কারবারিদের হিসেবে ১০০ মিলিয়ন ডলার-ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১০০ কোটি টাকার গণ্ডি ছাপিয়ে গিয়েছে। ক্রিকেটারদের মধ্যে বিরাট কোহলির

শুধু নাম নয়, মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ করেছেন। মার্কেটিং পরামর্শ সংস্থার বিশেষজ্ঞ বিজয় আনন্দের চোখে, এক এক ‘ডিফেন্সিভ ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট’-ব্র্যান্ড রক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু ডেভিড বেকহ্যামের মতো ‘নতুন সত্তা’ তৈরি হচ্ছে না। সচিন এই বিষয়ে ডিফেন্সিভ। কিন্তু রক্ষণাত্মকতাও যখন এই সংখ্যা মেলে ধরে, বুঝতে হবে, ভিত চিক কতটা মজবুত। ডিভিএস ব্যাংক, আগিয়াস ফেডারেল লাইফ ইন্স্যুরেন্স,

থেকে ৫৫ বছর বয়সী শহুরে ভারতীয় মধ্যবিত্ত-আয়বয়ের হিসেবে স্বচ্ছন্দে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করেন, ব্র্যান্ড-সচেতন আর ছেলেবেলায় সচিনের সঙ্গে লাইভ ক্রিকেট দেখে বড় হয়েছেন। যে কারণে আর্থিক পরিষেবা, বিমা, স্বাস্থ্যসেবা, রিয়েল এস্টেট ও প্রিমিয়াম গাড়ি-এই ক্যাটাগরিতে সচিনের মুখ মানেই ভরসার সিলমোহর। যদিও বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ একটা সীমাবদ্ধতার কথা বলছেন। যেমন আইকিউসওয়্যারে



পরেই তাঁর নাম। ফারাক একটাই-বিরাট এখনও খেলছেন, যোরেতরভাবে প্রাসঙ্গিক, সক্রিয়। কিন্তু সচিন? তিনি তো কিটব্যাগ কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছেন চিরতরে। জনমানসে বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু আকাশচুম্বী বাজারমূল্যে বিরাজ করছেন, এখনও। কীভাবে? উত্তরটা শুধু ক্রিকেটের রান্না-মা-নিপুণ বুদ্ধিমত্তার কাহিনি। অবসরের পর সচিনের ব্র্যান্ড কৌশলে একটা লক্ষ্যণীয় বদল ঘটেছে। আগে ছিলেন ‘মুখ’-ব্র্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতেন। এখন? ‘মালিক’। স্মার্ট, স্মার্টন, ইউএসপিএল-এই উদ্যোগগুলোয়

বিএমডব্লিউ-এই ব্র্যান্ডগুলো কোনও ট্রেন্ডের পছন্দে ছোট্টে না। এরা বিশ্বাস খোঁজে। সচিন সেখানে নিখুঁত, প্রায় নির্বিকল্প অপশন। সচিনের ব্র্যান্ড মূল্যের একটা বড় কারণ-তিনি আক্ষরিক অর্থে ‘অ-তুলনীয়’। আনন্দ ব্যাখ্যা করলেন, ‘কোনও বিতর্ক নেই, রাজনৈতিক ছাপছোপ নেই, এমন উত্তরধুরি নেই, যে তাঁকে ছাপিয়ে গেছে। এটা কৌশলের ফল নয়-এক ধরনের কাঠামোগত বিরলতা।’ সহজ কথা-সচিনের জায়গায় অন্য কাউকে বসানো সম্ভব নয়। তাই চাহিদা এতটুকু কমেনি। প্রশ্ন উঠবে-তাঁর দর্শক কারা? উত্তর- ৩৫

সিইও সাহিল চোপড়া। তাঁর মন্তব্য, ‘কন্সটেন্ট মাঝে মাঝে অতিরিক্ত পরিমার্জিত মনে হয়। সচিনের তীক্ষ্ণ ক্রিকেট মস্তিষ্ক বা শান্ত হাসির মুহূর্তগুলো আরও দেখতে চাই। লেগ্যাসি নতুন করে তৈরির দরকার নেই-শুধু একটু বেশি জীবন্ত মনে হওয়া জরুরি।’ উল্লেখনীয় বিজয় আনন্দের সতর্কতাও-‘লেগ্যাসি ইকুইটি ইঞ্জিন চালাচ্ছে। কিন্তু নতুন কোনও ব্র্যান্ড টেরিটারি দাবি না করলে বৃদ্ধির গল্ফটা রক্ষণাত্মক ছল ছাড়া আর কিছু নয়’। ৫৩ বছরের সচিন তেজুলকর হয়তো সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজছেন-নীলবে, নিজের মতো করে।

ইতালির জাতীয় দলের কোচ হতে পারেন পেপ!

সংবাদ সংস্থা, রোম, ২৪ এপ্রিলঃ যুরে দাঁড়াতেই হবে! ইতালির ফুটবল আপাতত পালাবদলের সন্ধিক্ষণে। পরবর্তী বিশ্বকাপ মিস করার পর ইতালীয় ফুটবল মহল এখন একজন কোচের খোঁজে, যিনি শুধু মাঠ নয়, গোটা দেশের মনোভাবও বদলে দিতে পারেন। সেই অসম্ভব স্বপ্নের নাম এখন একটাই-পেপ গ্যুয়ার্ডিওলা। ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে আলোচনা শুরু হয়েছে। সমস্যা স্কেফ একটাই-মাসমাইনের মোটা খরচ জোগানো। ম্যানচেস্টার সিটিতে গ্যুয়ার্ডিওলার বার্ষিক বেতন প্রায় ২ কোটি ৪৮ লক্ষ ইউরো। ইতালি জাতীয় দলের কোচের পদে এই অঙ্ক কল্পনাতেও আসে না। তুলনায় বললে, রবার্তো মান্থিনি ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ জেতানোর

পরেও পেতেন মাত্র তিন মিলিয়ন নেট-গ্যুয়ার্ডিওলার অনুপাতে নগণ্য। তাই বলে পথ একেবারে বন্ধ নয়। ২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক কন্ট্রাক্টে যখন ইতালির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, একটি স্পনসর সংস্থা তাঁর বেতনের একটা বড় অংশ বহন করে। এবারও সেই রাস্তা খোলা রয়েছে। গ্যুয়ার্ডিওলার সঙ্গে পুমার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। পুমা ইতালি দলেরও স্পনসর। তাই সম্ভাবনা জোরালো। ফ্র্যাঞ্চাইজি একটা বড় অঙ্কের জোগান দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে। আসলে শুধু একজন কোচ নিয়োগ নয়-চুক্তি সম্পন্ন হলে বিশ্বমানের একটি ব্র্যান্ড তৈরির সুবর্ণ সুযোগ। গ্যুয়ার্ডিওলা ইতালিতে এলে শুধু বিশ্বফুটবলের সমীকরণ নয়, দেশের ফুটবলের ভাবমূর্ত্তিও আমূল বদলে যাবে।

ইরানের বদলে বিশ্বকাপে খেলার প্রস্তাবকে ‘লজ্জাজনক’ মনে করে ইতালি

সংবাদ সংস্থা, রোম, ২৪ এপ্রিলঃ ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলে ইরানকে সরিয়ে ইতালিকে অন্তর্ভুক্ত করতে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফাকে প্রস্তাব দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক বিশেষ দূত। কিন্তু এমন প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দিলেছেন ইতালির ক্রীড়া কর্মকর্তারা। তাঁরা বলেছেন, চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইতালি বিশ্বকাপে ইরানের পরিবর্তে খেলতে আগ্রহী নয়। ফিফাও এমন কিছুর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি চললেও ইরান বিশ্বকাপ খেলতে চায়। বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রস্তুতিও চালিয়ে যাচ্ছে তারা। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ইরানের যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলা না-খোলা নিয়ে নানামুখী আলোচনা চলছে অনেক দিন ধরেই। তবে ফিফা শুরু থেকেই সূচি অনুযায়ী ইরানের বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। কিন্তু এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত পাওলো জাম্পোলির একটি মন্তব্যে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়েছে। সংবাদমাধ্যম ফিনান্সিয়াল টাইমসকে জাম্পোলি বলেছেন, তিনি ট্রাম্প ও ফিফা সভাপতি জিয়াভি ইনফান্তিনোর কাছে ইতালিকে ইরানের বিকল্প হিসেবে বিশ্বকাপে বিবেচনার প্রস্তাব দিয়েছেন। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) গতকাল বৃহস্পতিবার দেওয়া সাক্ষাৎকারে জাম্পোলি বলেন, “এটা কোনো রাজনৈতিক প্রস্তাব নয়।” তাঁর দাবি, শেষ মুহূর্তে যদি ইরান বিশ্বকাপে অংশ নিতে না পারে, সে ক্ষেত্রে বিকল্প পরিকল্পনা হিসেবে তিনি এ প্রস্তাব দিয়েছেন। জাম্পোলি এপিকে বলেন, “এটা ছিল আমার একটা স্বপ্ন। ইতালীয় এবং ইতালীয়-আমেরিকানদের জন্যই এ অনুপ্রেরণ কবেছিল।” ফিনান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইতালির বিশ্বকাপে খেলা যুক্তিসংগত হতে পারে। কিন্তু ইতালি এ

প্রস্তাব দুঢ়ভাবে নাকচ করেছে। দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী আন্দ্রেয়া আবেদি স্কাই নিউজকে বলেন, “২০২৬ বিশ্বকাপে ইতালির পুনরায় যোগ্যতা অর্জনের প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমত, এটা সম্ভব নয় দ্বিতীয়ত, এটা উপযুক্তও নয়। কোনোটা অংশ বলব বুঝতে পারছি না।” যোগ্যতা অর্জন করতে হয় মাঠের খেলায়।” ইতালির সব খেলাধুলার তদারক করা



অলিম্পিক কমিটির সভাপতি লুচিয়ানো বুয়োনফিন্সিও বিষয়টি নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, “আমি এটাকে অপমানজনক মনে করব। বিশ্বকাপে খেলতে হলে সেটার যোগ্যতা অর্জন করেই যেতে হয়।” ইতালির অর্থমন্ত্রী জিয়ানকার্লো জর্জিওনি এ প্রস্তাবকে ‘লজ্জাজনক’ বলে মন্তব্য করেছেন। এদিকে হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকেরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইরানের ফুটবলারদের বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কি না? শুধুতে আসে, সেটি তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তেই

নিয়ে খুব একটা ভাবিনি।” পরে যোগ করেন, “প্রশ্নটা বেশ মজার। এটা নিয়ে আমাকে একটু বলতে দিন।” এরপর ট্রাম্প পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কেও রুবিওর দিকে প্রশ্নটি ঠেলে দেন। রুবিও বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন কিছু বলা হয়নি যে তারা আসতে পারবে না।” রুবিও আরও বলেন, “সমস্যা ইরানকে নিয়ে, তাদের খেলোয়াড়দের নয়। সমস্যা হতে পারে

হবে।” রোমে অবস্থিত ইরান দূতাবাস বিষয়টি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে জাম্পোল্লির বক্তব্যের নিন্দা জানিয়ে দূতাবাসটি লিখেছে, ‘ফুটবল জনগণের, রাজনীতিবিদদের নয়। ইতালি তার ফুটবলবন্ধুতা মাঠে প্রমাণ করেছে, ইতালি রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে নয়। ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক দেউলিয়াই প্রকাশ করে, যারা মাঠে ১১ জন তরুণ ইরানের উপস্থিতিতেও ভয় পায়।’ বাছাইপর্বে ইরান বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জনকারী প্রথম দিকের দলগুলোর একটি, সেখানে ইতালি টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা পেতে ব্যর্থ হয়েছে। এর জেরে দেশটির জাতীয় দলের কোচ এবং ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতিকে পদত্যাগ করতে হয়। বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন। এবার আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। ইরান গ্রুপ পর্বে তাদের তিনটি ম্যাচ খেলবে যুক্তরাষ্ট্রে। ১৫ জুন লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে তাদের বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে। গ্রুপ পর্ব শেষে যদি ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র নিজ নিজ ফ্রেপে দ্বিতীয় হয়, তবে শেষ ৬২-এর লড়াইয়ে ডালাসে মুখোমুখি হতে পারে দুই দল। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল ইরানের ওপর সামরিক হামলা চালানোর পর থেকে বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে উল্লেখ তৈরি হয়। ‘শত্রুদেশ’ দল পাঠাবে না জানিয়ে ভেন্যু বদলানোর দাবি জানায় ইরান। এর মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রে ইরানি খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার ইঙ্গিত দিয়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে তোলেন। তবে ফিফা শুরু থেকেই পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সে ধারাবাহিকতায় এবারও ইরানের বদলে ইতালির বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিয়েছে তারা।